—রাজদূত রচিত থিয়েটারের নাটক—

একটি ফুলের মৃত্যু

[১টি স্ত্রী-চরিত্র সহ সামাজিক নাটক]

ওয়াগন চেকার

[১টি স্ত্রী-চরিত্র সহ সামাজিক নাটক]

ওরা রাতচোরা

[স্ত্রী-বর্জিত অপরাধমূলক নাটক]

চালবাজ

[স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত ব্যাঙ্গাত্মক নাটক]

কুমারী মা

[পুরুষ-চরিত্র বর্জিত সামাজিক নাটক]

—ডাঃ অরুণকুমার দে'র—

সূর্য্যস্নান

[১টি স্ত্রী-চরিত্র সহ সামাজিক নাটক]

॥ পরিবেশনায় ॥

ইউনাইটেড পাবলিশার্স

কলিকাতা-৭০০০০৫

—প্রকাশক—

শ্রীশ্যামসুন্দর ধর

ইউনাইটেড পাবলিশার্স

৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

—প্রচ্ছদ—

সত্য চক্রবর্তী

দাম—চার টাকা

—মুদ্রাকর—

শ্রীপ্রাণগোপাল দাস

সোয়ান আর্ট প্রিন্টার্স

১বি/২৭, দমদম রোড, কলিকাতা-২

পরম পূজনীয়া

স্বর্গীয়া ৺প্রসাদকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে—

বড়মা,

আজ তুমি কোথায় জানি না, কিন্তু তোমার দেখানো পথে আজও আমি এগিয়ে চলেছি। তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমি সব আঘাত, সব অবহেলা, সব অপমান হাসিমুখে সহ্য করতে পারি। আজ তোমাকে অশ্রু ছাড়া আর আমার কিছুই দেবার নেই। তাই আমার অশ্রু দিয়ে লেখা "বিবর্ণ সিঁদুর" নাটকটা তোমার পায়ের কাছে রেখেই প্রণাম করছি। ইতি।

তোমারই বাণী

—রাজদূতের মন্তব্য—

তরুণ নাট্যকার শ্রীমান মৃণালকান্তি সিংহরায়ের এই "বিবর্ণ সিঁদুর" নাটকটির পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়ে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। নাটকটি যে উপভোগ্য, নিঃসন্দেহে [illegible] বলা যায় এবং একথাও বলছি—এই তরুণ নাট্যকারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সৌখিন সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকার তার বক্তব্য এত সুষ্ঠুভাবে [illegible] সক্ষম হয়েছে যে, আঙ্গিক বাদ দিয়ে অল্প খরচে যে-কোন [illegible] সম্প্রদায় অভিনয় করতে সক্ষম হবে। আশা করি আমার মত প্রতিটি [illegible] এই নাট্যকারকে উৎসাহ দেবেন আগামী দিনে ভাল নাটক লেখব[illegible]

—রাজদূত

ভূমিকা

বহুদিন ধরে অযত্নে মনের মণিকোঠার অন্তরালে এই নাটকের কাহিনী আর সংলাপ দুটোই বিলীন হতে চলেছিল। হরিপালের নটতীর্থ থিয়েটার গ্রুপের সভ্যদের ঘন ঘন তাগাদায় নাটকটা লিখলাম। ওরা প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে নাটকটা মঞ্চস্থও করলো। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে ওই ক্লাবের নাট্যপরিচালক শ্রীশঙ্করপদ মুখোপাধ্যায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্যে আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। নটতীর্থের প্রতিটি সভ্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

এই নাটকটি যে-কোন সৌখিন সম্প্রদায় অতি অল্প খরচে অভিনয় করতে পারেন। কারণ আঙ্গিক বাদ দিলেও নাটকের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। এই নাটকের সংলাপ বা কাহিনী কোনটা বলিষ্ঠ তা আমি কিছুই বলতে চাই না। কারণ তার বিচারের মানদণ্ডের ভার এই বিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ দর্শক, পাঠক এবং সমালোচকদের হাতেই আমি ছেড়ে দিলাম।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই 'ইউনাইটেড পাবলিশার্সে'র স্বত্বাধিকারী-ত্রয়কে। যাঁরা অর্থব্যয়ে নাটকটি মুদ্রিত করলেন। নাটকটি জনসমাদর লাভ করলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতি।

বিনীত

নাট্যকার

॥ পুরুষ ॥

জগৎবল্লভ রায়	...	জগৎবল্লভপুরের ভূতপূর্ব জমিদার
সন্দীপ	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
প্রদীপ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
রসিক সেন	...	ঐ মামাশ্বশুর
উমাপতি সেন	...	ঐ বন্ধু
কালো [illegible]	...	ঐ পুরাতন ভৃত্য
শ্যামাপদ চক্রবর্তী	...	মোহনপুরের গরীব ব্রাহ্মণ
নিরাপদ	...	ঐ পুত্র
রবি পাগলা	...	আধ-পাগলা
রসময় সান্যাল	...	বাড়িওয়ালা
সনৎ মুখার্জী	...	ডাক্তার
রামলাল	...	পুলিশ ইন্সপেক্টার
জয়দীপ	...	সন্দীপের পুত্র

॥ স্ত্রী ॥

কল্পনা	...	শ্যামাপদর কন্যা

—বিভিন্ন থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক—

সূর্য্যস্নান (একটি স্ত্রী-চরিত্র সহ পূর্ণাঙ্গ নাটক)—জনপ্রিয় নাট্যকার ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত আধুনিকতম সামাজিক নাটক। এক রাগী যুবকের হারানো বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ তুলিতে রঞ্জিত। মানুষের প্রতি সবটুকু বিশ্বাস হারিয়ে একবুক যন্ত্রণা নিয়ে যুবকটি শহর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল বন-জঙ্গলে ঘেরা এক গ্রামে। গ্রাম্য-জীবনের স্রোতে ক্রমে সে মিশে যায়—অংশীদার হয় গ্রামের সুখ-দুঃখের, প্রেম-অপ্রেমের, সরলতা-শঠতার। তারপর? একদিন অবাক হয়ে দেখে, গ্রামের সবুজ প্রকৃতির রং লেগে গেছে তার বুকের গভীরে, যন্ত্রণা গেছে মিলিয়ে, গ্রাম্য মেয়ের স্নিগ্ধ ভালবাসার নরম আমেজ লেগেছে তার প্রাণে, ফিরে এসেছে তার নিরুদ্দেশ বিশ্বাস। দুর্বার নাট্যগতি, শ্বাসরোধ কৌতূহল ও সরল সংলাপে সমৃদ্ধ সাম্প্রতিককালের এক বলিষ্ঠ নাট্য-সংযোজন। পড়ুন, অভিনয় করুন। দাম—৪'৫০ টাকা।

চালবাজ—রাজদূত প্রণীত। স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত ব্যাঙ্গাত্মক সামাজিক নাটক। যে চালে চলে সহজ পথে পয়সা উপার্জন করে কৃতি ও সম্মানী নাগরিক হওয়া যায়, তাকেই বলে চালবাজ। ভিক্ষুক থেকে আরম্ভ করে রাজা উজীর পর্যন্ত সবাই হচ্ছে চালবাজ। চালবাজ কথাটাকে আমরা তিরস্কার বা বিদ্রূপাত্মক মনে করি কেন? এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র চালবাজী করে বাজিমাৎ করা। সৌখিন সম্প্রদায়ের সহজে সুন্দর অভিনয়োপযোগী এই নাটক। দাম—৩'০০ টাকা।

ওরা রাতচোরা—রাজদূত প্রণীত। স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত অপরাধমূলক নাটক। বর্তমান সমাজজীবনের একটি স্বচ্ছ দর্পণ। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বিষ প্রবেশ করে সমাজজীবনকে আরও বিষময় করে তুলছে, তার পরিণতি চরম ও ভয়াবহ। পাপের পরিণাম মধুর নয়, এই সহজ সত্যকে আজ যারা অস্বীকার করে, আগামীকাল তাদের তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যায় অত্যাচারে আজ যারা কাঁদছে, তাদের চোখের জলের বন্যা বুকের রক্ত দিয়ে একদিন শোধ করতেই হবে। ৩'০০ টাকা।

বিবর্ণ সিঁদুর

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্যামাপদর বাড়ি। জরাজীর্ণ এই বাড়িটির প্রবেশের ও বাহিরের দুইটি দরজা। একটি পুরাতন তক্তাপোষের উপর শ্যামাপদ বসিয়া আছেন]

শ্যামাপদ। না, আর পারি না। দিনের পর দিন যেন বেড়েই চলেছে। কত ডাক্তার দেখালাম। সবাইয়ের মুখে এক কথা—এ রোগ ভাল করতে হলে প্রচুর টাকার দরকার। কিন্তু আমার মত লোকের পক্ষে তা যে একেবারে অসম্ভব, সেটা কেউ একবারও চিন্তা করে দেখলো না। আর এদিকে মা-মরা কচি মেয়েটা দিনরাত খেটে খেটে হদ্দ হয়ে গেল। কি যে করি! একমাত্র ছেলে, সেও আজ তিন বছর যক্ষ্মারোগে ভুগছে। কিন্তু—

[কল্পনার প্রবেশ। পরনে সাধারণ শাড়ি]

কল্পনা। কোন কিন্তু নয় বাবা। তুমি দিনের পর দিন এত দুষ্টু হয়ে উঠছো না—তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আমার হয়েছে মরণ!

শ্যামাপদ। কেন মা, কি হয়েছে?

কল্পনা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই যে এত বেলা হয়ে গেল, তবু কি হুঁস আছে!

শ্যামাপদ। তাই বল মা। আমি তো মনে করছিলাম যেন কতবড় অন্যায়ই না করে ফেলেছি। দেখ মা, এক এক করে সব জিনিসগুলোই

প্রায় বিক্রি করে ফেলেছি। এরপর কি করে যে চলবে তা আমি ভেবেই পাই না। তার ওপর তোর দাদার অসুখের খরচ।

কল্পনা। তার জন্যে এত চিন্তার কি আছে?

শ্যামাপদ। সে তুই বুঝতে পারবি না মা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই আজ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। লম্পটের দল ক্ষুদিত শার্দুলের মত লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তোর দিকে। অথচ আমি তোর বাপ হয়েও তোর বিয়ের ব্যবস্থা—

কল্পনা। দেখ বাবা! জন্ম মৃত্যু বিয়ে—এই তিনটেই হলো বিধাতার লিখন। একে কি কেউ খণ্ডন করতে পারে?

শ্যামাপদ। তা বলে তো ঘরে বসে থাকলে হবে না মা, চেষ্টাও করতে হবে। জন্মমুহূর্তেই তোর মা মারা গেল। সেই থেকে কত কষ্ট করে তোকে মানুষ করে তুললাম। সেই তোর—

কল্পনা। আবার বাজে কথা বলছো! যাও, রান্নাঘরে তোমার খাবার দেওয়া আছে, খেয়ে নাওগে। আমি এই ঘরটা ঝাঁট দেবো।

শ্যামাপদ। যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। তুই সবেতেই এত তাড়া লাগাস না, এই বুড়ো বয়সেও ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। মা যেন আমার রঙ্গিণী।

(হাসিমুখে প্রস্থান করিল শ্যামাপদ। তক্তাপোষের তলা হইতে ঝাঁটা লইয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল কল্পনা। এমন সময় সন্দীপ প্রবেশ করিল)

সন্দীপ। বাঃ-বাঃ-বাঃ! চমৎকার!

কল্পনা। তুমি আবার কখন এলে?

সন্দীপ। এসেছি অনেকক্ষণ। কিন্তু গানের যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, সেইজন্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারিনি।

কল্পনা। আজকাল আবার আড়িপাতা হচ্ছে বুঝি?

সন্দীপ। তা কি করি বল। প্রকাশ্যে যখন গান শোনার সম্ভাবনা নেই, তখন—

কল্পনা। থাক—থাক, খুব হয়েছে মশাই। তারপর ওদিকের কি বর বল।

সন্দীপ। ওদিকের খবর—

কল্পনা। হ্যাঁ গো, বাড়ির খবরের কথা বলছি।

সন্দীপ। তুমি এমন ঘুরিয়ে কথা বল না, বোঝাই যায় না। যাক, শোন। এখনও আমি বাড়িতে সাহস করে জানাতে পারিনি। এখন কি করা যায় বল তো?

কল্পনা। কি আর করবে। মশাইয়ের দৌড় তো জানা আছে।

সন্দীপ। ও, রাগ করলে বুঝি? আচ্ছা তুমিই বলো, আমি তো একটা রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। আমার কি সাধ যায় না স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর বাঁধতে? কিন্তু কি করব, বি-এ পাশ করেও আজ বেকার। সবাইয়ের দরজায় দরজায় একটা সামান্য চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সব জায়গাতেই 'নো ভেকেন্সি'।

কল্পনা। না গো না, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। তুমি কেন মিছে চিন্তা করছ? যদি ভগবান আমাদের মিলন লিখে থাকেন, নিশ্চয়ই হবে।

সন্দীপ। সবই আমি বুঝতে পারছি কল্পনা। কিন্তু মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, আমার বুক থেকে কে যেন তোমাকে কেড়ে নিতে আসছে।

কল্পনা। ওটা তোমার মনের চঞ্চলতা। আর তাছাড়া অত অধৈর্য হয়ে পড়ো না, বুঝলে? আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না। সব সময় ধৈর্য ধরে কাজ করলে ফলটা ভাল হয়।

সন্দীপ। তা জানি। তবু মনে হয়, যদি বাড়ির সকলে আমাদের এ বিয়ে মেনে না নেয়?

কল্পনা। এ তোমার ভুল ধারণা সন্দীপ। তোমার মা-বাবা তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে এত বড় করে তুলেছেন। তাঁরা কি অস্বীকার করতে পারেন?

সন্দীপ। পারে কল্পনা, ওরা সবই পারে। দেখেছি গর্ভধারিণী জননীকে তাঁর ছেলেমেয়ের মুখে বিষের বাটি তুলে দিতে, দেখেছি জন্মদাতা পিতা তাঁর ছেলেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে। তাই আজ অনেক দুঃখে এসব বলছি।

কল্পনা। আচ্ছা সন্দীপ, আমি কি এতই নগণ্যা, যে তোমাদের বাড়ির সকলের আমাকে তাদের গৃহবধূ করতে সম্মানে বাধবে?

সন্দীপ। কেন একথা বলছ কল্পনা! আমি কি তোমাকে কোনদিন একথা বলেছি?

কল্পনা। না গো না, এমনই তোমাকে বললাম। আমি জানি তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস। নইলে আমার মত একজন রূপহীন গুণহীন মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘর বাঁধতে চাও!

সন্দীপ। ভগবান রূপ হয়তো তোমায় দেননি; কিন্তু তোমার যা গুণ আছে তা অন্য কারো আছে বলে মনে করি না।

কল্পনা। জানি না তোমার বিশ্বাস আমি চিরকাল রাখতে পারব কিনা। আচ্ছা, তোমাদের তো অনেক আত্মীয় আছে, তারা কি পারে না তোমাকে একটা চাকরি দিতে?

সন্দীপ। পারে, কিন্তু তারা দেবে না। কিন্তু তুমি কি চাও, সামান্য ।কটা চাকরির জন্যে আমি অপরের কাছে ছোট হই?

কল্পনা। না—না, এ আমি চাই না। তাতে যদি আমাকে চিরকাল মপেক্ষা করে থাকতেও হয়, তাতেও আমি রাজী।

সন্দীপ। এইতো আমার উপযুক্ত স্ত্রীর কথা। জান কল্পনা, মাঝে ।াঝে মনে হয়, তোমার মত কীটহীন সুন্দর ফুলের পাশে আমার মত কালো ভ্রমরকে মানবে তো?

কল্পনা। ছিঃ-ছিঃ, ওকথা বলে না সন্দীপ। তোমার মত স্বামী কজন মেয়ের ভাগ্যে জোটে! জানি না শেষপর্যন্ত এই কীটহীন ফুলের স্থান তোমার মত দেবতার পায়ে হবে কি না।

সন্দীপ। হবে—হবে মেমসাব, নিশ্চয় হবে। তাতে সংসার যদি আমাকে দংশন করে, আমি সংসার হতে সরে দাঁড়াব।

কল্পনা। জানি না এ সুখ আমার কপালে সইবে কিনা! জান সন্দীপ, রাত্রে তুমি আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ কর।

সন্দীপ। একথা কেন বলছ কল্পনা?

কল্পনা। মানে—কেউ যদি এ নিয়ে আমার সামনে তোমাকে অপমান করে, তা হবে আমার মৃত্যুর চেয়ে বেশী।

সন্দীপ। বেশ, তুমি যা বলছো তাই হবে।

কল্পনা। তবে হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ—রোজ দিনের আলোয় অন্তত একবার করে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যেয়ো।

সন্দীপ। চেষ্টা করব। যাক, নিরাপদ কেমন আছে কল্পনা?

কল্পনা। দিন যত যাচ্ছে, দাদার অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। কত ডাক্তার দেখানো হলো, কিন্তু রোগ সারলো না। দাদার যে কি হবে—

(সহসা শীর্ণ শরীরে প্রবেশ করে নিরাপদ। গায়ে ছেঁড়া চাদর, পরনে নোংরা ধুতি)

নিরাপদ। তোর দাদা অনন্তকাল তোদের দুজনে মাঝে থাকবে রে ~~মুখপুড়ি~~ বোনে।

কল্পনা। দাদা! এই রুগ্ন শরীর নিয়ে তুমি কেন উঠে এলে?

সন্দীপ। সত্যি নিরাপদ, এই দুর্বল শরীর নিয়ে তোর উঠে আসা উচিত হয়নি।

নিরাপদ। সবই বুঝি রে সন্দীপ। কিন্তু দিনরাত সবসময় কি বিছানায় শুয়ে থাকা যায়? তাছাড়া সংসার যে কি করে চলছে—

কল্পনা। তুমি কেন এ চিন্তা কর বল তো?

নিরাপদ। চিন্তা কি আর অমনি করি! বাবা বুড়ো হলে সাধারণত সংসার দেখতে হয় তার উপযুক্ত ছেলেকে। অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না, উপরন্তু আমার পেছনে—কল্পনা! আমাকে বাঁচাবার জন্যে ওষুধ না খাইয়ে একটু বিষ এনে দিতে পারিস?

কল্পনা। দাদা!

সন্দীপ। কেন এত অধৈর্য হয়ে পড়ছিস নিরাপদ? তুই সুস্থ হলে আবার সংসারের সব দায়-দায়িত্ব মাথায় তুলে নিবি।

নিরাপদ। আমি আবার সুস্থ হব!

কল্পনা। তোমরা কথা বল দাদা। আমি দেখি বাবা আবার কি করছে।

(প্রস্থান)

সন্দীপ। কি বলছিস তুই?

নিরাপদ। ঠিকই বলছি রে। এত কষ্টের চেয়ে মৃত্যুই ভাল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আমি এই সংসারের একজন।

সন্দীপ। কেন?

নিরাপদ। বাবা বৃদ্ধ। আমার কি উচিত নয় তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া? ন জন্মলগ্নেই মাতৃহারা। উপযুক্ত পাত্র দেখে তার বিয়ে দেওয়া কি মার কর্তব্য নয়?

সন্দীপ। সে ভাবনা তোর নয়। জ্যাঠামশাই যখন জীবিত, তখন ভাবনা তিনিই ভাববেন। যাক, একটা কথা আমি তোর কাছে নতে চাই।

নিরাপদ। বল কি বলবি।

সন্দীপ। জানিস, আমি খুব শীগগির বিয়ে করছি।

নিরাপদ। তাই নাকি? কোথায় বিয়ে হচ্ছে? মেয়ে খুব সুন্দর নিশ্চয়!

সন্দীপ। মেয়েটাকে তুই দেখেছিস।

নিরাপদ। আমি মেয়েটাকে দেখেছি! কি নাম বল তো?

সন্দীপ। [হাসিমুখে] কল্পনা।

নিরাপদ। [বিস্ময়ে] এ তুই কি বলছিস রে সন্দীপ? আমাদের মত গরীবের ঘরের মেয়েকে—

সন্দীপ। কেন, গরীবরা কি মানুষ নয়?

নিরাপদ। আমি তা বলছি না। বলছি যদি সত্যি হয়, তাহলে তোরা নিশ্চয় সুখী হবি। তবে মৃত্যুর আগে যদি তোদের বিয়েটা দেখে যেতে পারতাম—

সন্দীপ। তুই এত ভেঙে পড়ছিস কেন? এটা বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে রোগ সারবে না—হতেই পারে না।

নিরাপদ। তোকে আমার ব্যথা ঠিক আমি বোঝাতে পারব না রে সন্দীপ। যে যুগে মানুষকে একমুঠো অন্নের জন্যে অপরের টাকার কাছে

বিকিয়ে যেতে হয়, সামান্য চাকরি না পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করতে হয়, সে যুগে বিজ্ঞানকে আর কি করে বিশ্বাস করি বল।

সন্দীপ। তুই অত ভাবিস না। মাথার ওপর ভগবান আছেন। হ্যাঁ, আজ চলি রে—

[প্রস্থানোদ্যত হইল]

নিরাপদ। [বাধা দিল] উহুঁ। আজ তো আর ভাবী ভগ্নিপতিকে না খাইয়ে ছাড়তে পারি না। [সন্দীপের হাত ধরিল] চল, বাড়ির ভেতরে চল। [উদ্দেশ্যে] এই কল্পনা! কল্পনা—

[ডাকিতে ডাকিতে সন্দীপ সহ প্রস্থান করিল। পর্দা নামিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[জগৎবল্লভ রায়ের ড্রইংরুম। ঘরটির সবকিছুতেই আভিজাত্যের ছাপ। সুন্দর সুন্দর ছবি ও আসবাবপত্র রহিয়াছে। পর্দা সরিতে দেখা গেল, জমিদার জগৎবল্লভ এবং উমাপতি কথা বলিতেছেন]

উমাপতি। আর দেরী করে কি হবে জগু? আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে তুমি আমার কন্যা রমাকে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তাই সেই আশায় আজ আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি ভাই।

জগৎ। সবই আমি জানি উমাপতি। কিন্তু—

উমাপতি। না-না, কোন কিন্তু নয় তুমি বিশ্বাস কর, আমি আমার রমুআকে তোমার বংশের উপযুক্ত পুত্রবধূ হবার মত করে শিক্ষা দিয়েছি। এতে আর আর অমত করো না জগু।

জগৎ। না-না, অমত আমার নেই উমাপতি। প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, তা আমি রক্ষা করবই। তবে একটা কথা। ছেলে বড় হয়েছে, তার মতামতও তো নেওয়া উচিত। বিশেষ করে আজকালকার ছেলে।

উমাপতি। সে তো নিশ্চয়ই। তবে সন্দীপ বাবাজী এ বিয়েতে অমত করবে না। কারণ সে তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। তাছাড়া মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা।

জগৎ। থাক—থাক ভায়া, বিশেষণে আর প্রয়োজন নেই। কারণ আজ থেকে 'চৌদ্দ বছর আগে তোমার মেয়েকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই তো সেদিন তোমাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

উমাপতি। যাক, তাহলে দেনা-পাওনা কি দিতে হবে বল। আমি আবার গরীব মানুষ কিনা।

জগৎ। দেখ জগ, আমার নাম জমিদার জগৎবল্লভ রায়। সারাজীবন যদি পাওনাগুলো গলা টিপে আদায় করতে পারতাম, তাহলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলতে পারতে না। যাক সেসব কথা। শোন—

উমাপতি। বল।

জগৎ। যদি পাওনা দিয়ে তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাও, তাহলে তুমি অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর।

উমাপতি। [বিস্ময়ে] এ তুমি কি বলছ ভাই!

জগৎ। ঠিকই বলছি। তোমার সঙ্গে তো আমি দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করতে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি আত্মীয়তা করতে। অবশ্য তুমি তোমার মেয়েকে তোমার সাধ্যমত যতটুকু দিতে পারবে দেবে।

উমাপতি। বেশ, তাই হবে। তাহলে বিয়েটা কতদিনে হবে ভাই?

জগৎ। কবে হলে তোমার সুবিধা হবে?

উমাপতি। দেখ ভাই, মেয়ের বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন শুভস্য শীঘ্রম্। কি বল!

জগৎ। হ্যাঁ, তা তো বটেই। তারপর দিনের পর দিন আমারও শরীরের যা অবস্থা, তাতে আজ আছি কাল হয় তো থাকব না। তাই আমিও চাই যত শীগগির পার বিয়ের আয়োজন কর। আমি সন্দীপকে বলে রাজী করাবই।

উমাপতি। ঠিক আছে। আজ তাহলে চলি।

[প্রস্থানোদ্যত হইল]

জগৎ। না—না, এই মধ্যে চলে গেলে কি হবে। তুমি এবার থেকে

মামার বিয়াই হলে। কিছু না খাইয়ে কি ছাড়া উচিত? কালো, ওরে ও কালো—

[কালো প্রবেশ করে]

কালো। কি বলছ মামাবাবু?

জগৎ। হ্যাঁ—শোন। ভেতরে গিয়ে তোর মামীকে বল, আমাদের ভাবী বিয়াইমশাই এসেছেন। আর কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়। বেশী দেরী করিস না যেন।

কালো। তুমি কিছু ভেবো না মামাবাবু। এই আমি যাব আর আসবো। আজ আমার কি আনন্দই হচ্ছে! যে দাদাবাবুকে পিঠে করে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, আজ তার বিয়ে। আমি কিন্তু বরযাত্রী যাব মামাবাবু।

জগৎ। নিশ্চয়ই যাবি। তোর দাদাবাবুর বিয়ে, তুই না গেলে বিয়েই হবে না।

কালো। দাদাবাবুর বিয়েতে বাজনা করতে হবে মামাবাবু, ইনজিরি বাজনা। প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ—ডুডুম-ডুডুম-ডুম। কি সুন্দরই না বাজবে। আমি এক্ষুনি আসছি মামাবাবু, আমি এক্ষুনি আসছি।

[প্রস্থান।

জগৎ। সত্যি উমাপতি, আমার সন্দীপের বিয়েতে ওই কালোর আনন্দই হবে সবচেয়ে বেশী। কারণ ও তো শুধু বাড়ির চাকর নয়, আমাদের আপনজন। আজ আর তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই উমাপতি। আমাদের কষ্টের দিনে ওই কালোই কঠোর পরিশ্রম করে মুখে অন্ন জুগিয়েছে।

উমাপতি। সত্যি, এমন চাকর পাওয়া ভাগ্যের কথা।

জগৎ। তাই আমি চাই, কালো মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্তও আমাদের সঙ্গে থাক।

উমাপতি। তা তো বটেই। নইলে হিংস্র জন্তু আর মানুষে কোন প্রভেদ থাকবে না।

[একটি প্লেটে হরেক রকমের মিষ্টি ও জলের গ্লাস লইয়া কালো প্রবেশ করে]

কালো। নিন বাবু, হাতটা ধুয়ে একটু মিষ্টিমুখ করে নিন।

উমাপতি। নিচ্ছি ভাই, নিচ্ছি। তুমি প্লেটটা এই টেবিলে রাখ আর জলের গ্লাসটা দাও।

[কালো টেবিলে প্লেট রাখিল এবং জলের গ্লাস দিল; উমাপতিবাবু হাত ধুইয়া খাইতে লাগিল]

জগৎ। হ্যাঁ রে কালো, প্রদীপ কোথায় রে?

কালো। ছোট দাদাবাবুও বেড়াতে বেরিয়েছে। কেন, কিছু আর আনতে হবে নাকি?

জগৎ। না। এই উমাপতিকে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

উমাপতি। না-না-না, আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না জগু, আমি একাই যেতে পারবো।

কালো। সে কি হয় বাবু? আপনি একা যাবেন আর আমরা—

জগৎ। থাক কালো। উনি যখন যেতে বারণ করছেন, তোকে আর যেতে হবে না।

উমাপতি। [খাওয়া শেষ করিয়া হাত মুখ মুছিয়া] আমি চলি জগু। আবার একদিন আসব, কেমন?

[প্রস্থান।

জগৎ। দেখ কালো, আমার অনেক দিনের সাধ ছিল সন্দীপের বিয়ে দিয়ে একটা রাঙা টুকটুকে বৌ আনব। আজ সে স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

কালো। আচ্ছা মামাবাবু, আমাদের বৌদিমণিকে কেমন দেখতে? দাদাবাবুর সাথে মানাবে তো?

জগৎ। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, মানাবে। মেয়েটিকে দেখতে ভারী সুন্দর। সবাই বলে জমিদার জগৎবল্লভ রায় কোন মেয়েকেই ছেলের বৌ করতে পছন্দ হয় না। এবার দেখবে, কেমন স্বর্গের অপ্সরীকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনে।

কালো। আচ্ছা মামাবাবু—

জগৎ। কি হলো রে কালো, কিছু বলবি?

কালো। বলতাম, কিন্তু সাহস পাচ্ছিনে।

জগৎ। ভয় কি রে! বল কি বলবি।

কালো। আমার কাছে না—আমার কাছে না—আমার মা মরার সময় একটা সোনার হার দিয়ে গিসলো। বলেছেল আমার বৌ এলে তাকে নিজের হাতে তুই গলায় পরিয়ে দিস। কিন্তু সে যখন হলো না, তখন ওটা আমি বৌদিমণির হাতে তুলে দিই।

জগৎ। [বিস্ময়ে] কালো!

কালো। হ্যাঁ গো মামাবাবু, আমাকে তোমরা মুখ্যু ছোটলোক চাকর বলে দূরে সরিয়ে দিও না। আমার যে কেউ নেই গো, তুমিই আমার বাপ মামাবাবু, তুমিই আমার বাপ। আমি যত অন্যায়ই করি, আমায় যেন তাড়িয়ে দিও না।

[দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল]

জগৎ। দূর পাগল। তাড়িয়ে দেবো কেন? তুই তো আমার

সন্দীপ-প্রদীপের ভাই। তুই তোর বৌদিমণিকে হার কেন, যা মন চাইবে দিবি। এখন যা, তোর মামীমা আবার কি করছে দেখ।

কালো। যাচ্ছি মামাবাবু।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

জগৎ। বিচিত্র এই পৃথিবী। কেউ অপরের কেড়ে খায়, আবার কেউ নিজের সবকিছু অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েও আরও কিছু না দিতে পেরে দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয়।

[প্রবেশ করে প্রদীপ। বয়স ১৫।১৬, পরনে প্যাণ্ট ও শার্ট]

প্রদীপ। বাপি, তোমাকে একটা কথা বলব বাপি?

জগৎ। কি কথা বাবা?

প্রদীপ। আমাকে এবার একটা ট্যাক্সি কিনে দিতে হবে।

জগৎ। দেখ—ট্যাক্সি না হয় একটা কেনা গেল। কিন্তু ড্রাইভ করবে কে? আচ্ছা দাঁড়া, আজ তোর দাদাকে একবার বলি।

প্রদীপ। না বাপি, দাদামণিকে একদম বলবে না।

জগৎ। আচ্ছা যাও, ভাল করে মন দিয়ে পড়াশুনা করগে। এবছর তোমাকে কিন্তু ষ্ট্যাণ্ড করতেই হবে। নইলে কিছুতেই ট্যাক্সি কিনে দেবো না, বুঝলে? যাও।

[জগৎ প্রস্থান করিল। প্রবেশ করিল রসিক সেন। বয়স ৮০/৮৫]

রসিক। কি করছ দাদুভাই?

প্রদীপ। এই যে তোমার ছেরাদ্দ করছি বুড়ো। আমার একে মেজাজের ঠিক নেই—

রসিক। কেন, হলো কি?

প্রদীপ। হলো আমার মুণ্ডু আর মাথা। আচ্ছা, তুমিই বলো তো

দাদু, স্কুলে সব বড়লোকের ছেলের ট্যাক্সি আছে, আর আমার নেই। তাতে আমার লজ্জা করবে না?

রসিক। বটেই তো, বটেই তো। তুমি হলে জমিদারের ছেলে, ট্যাক্সি না থাকলে—

প্রদীপ। এ কথাটা কিছুতেই বাপিকে বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা দাদু, দাদামণির বিয়ে হলে খুব মজা হবে, তাই না?

রসিক। মজা কিন্তু বেশীদিন থাকবে না ভায়া। তোমার বৌদি এলে তখন তোমার আর এত আদর থাকবে না।

প্রদীপ। একথা বলছ কেন দাদু?

রসিক। সাধে কি আর বলি ভাই! ওই ভালবেসে বিয়ে করা মেয়ে কি পরের বাড়ির কাউকে আদর-যত্ন করতে পারে! তার ওপর এই ফ্যাশানের যুগ।

প্রদীপ। মানে?

রসিক। দেখছো না—আজকাল মা-লক্ষ্মীরা যে বেশে রাস্তায় বেড়াতে যান, তা দেখলে একটা মড়াও আবার শ্মশান থেকে উঠে বসবে। তারও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে হবে। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

প্রদীপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ কি বলছ দাদু?

রসিক। ভায়া, আজকালকার মেয়েদের মিনি শাড়ি আর মিনি ব্লাউজ না হলে নাকি সিনেমা দেখা যায় না! নাভির নীচে কাপড় না পরলে সভ্য হওয়া যায় না।

প্রদীপ। আচ্ছা দাদু, কবে এই নোংরামি পৃথিবী থেকে চলে যাবে বলতে পার?

রসিক। এ কোনদিন নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হয় না। আগে তোর দিদিমারা পরতো বারো হাত শাড়ি, আর এখন সবাই পরছে আট হাত।

এমনি করে দিনের পর দিন আমরা সভ্য হতে হতে এমন জায়গায় যাব, যখন আর আমাদের কাপড়ের প্রয়োজনই হবে না। তবে হ্যাঁ, এই- কলির শেষ হলে হয়তো এইসব শেষ হতে পারে।

প্রদীপ। তাহলে দাদু, তুমি কিন্তু বাবাকে বলে ওই ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেবে।

রসিক। ঠিক আছে ভাই, বলছো যখন আমি বলব।

প্রদীপ। আচ্ছা দাদু, তুমি বিয়ে করেছিলে?

রসিক। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আমাকে তুমি হাসালে দাদুভাই। একটা নয়—দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু সব্বাই পটল তুলেছে।

প্রদীপ। ঠাকুরমারা তোমাকে খুব আদর করত, তাই না?

রসিক। তা করবে না! আমি তাদের স্বামী, আর তারা আমায় যত্ন করবে না!

প্রদীপ। আচ্ছা দাদু, তোমার বাড়ি থেকে গাঁজার দোকানটা খুব কাছেই ছিল, না?

রসিক। হ্যাঁ, কাছেই তো ছিল। কিন্তু তুমি কি করে সেকথা জানলে দাদুভাই?

প্রদীপ। তোমার কথাই তা প্রমাণ করে দিলে।

রসিক। অ, বিশ্বাস হলো না? ডেঁপোবাজ ছোকরা কোথাকার! এইজন্যেই তোদের সঙ্গে তো কোন কথা বলতে চাই না।

[রাগে গরগর করিতে করিতে প্রস্থান।

প্রদীপ। দাদু, ও দাদু! শোন। দাদু, শুনে যাও।

[ডাকিতে ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান করিল প্রদীপ। পর্দা নামিয়া আসিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[শ্যামাপদর বাড়ি। দৃশ্য পূর্ববৎ। পর্দা সরিতেই দেখা গেল, নিরাপদ তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছে, কল্পনা তাহার বুকে হাত বুলাইতেছে]

নিরাপদ। আচ্ছা কল্পনা, তোরা সবাই বৃথা চেষ্টা করছিস কেন? আমাকে কেউ কোনদিন বাঁচাতে পারবে না। আমার সারা শরীরের অণু-পরমাণুতে পর্যন্ত—

কল্পনা। তুমি জান না দাদা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমরা সবাই বসে আছি। তুমি যদি এমনি কর, তাহলে বাবা কি করবে বলতে পার?

নিরাপদ। বাবার কথা চিন্তা করেই আমার এই রুগ্ন পঙ্গু দেহটাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে চাই না রে। আজ পর্যন্ত আমার পেছনে যা টাকা খরচ হয়েছে, সেগুলো থাকলে পায়ের ওপর পা দিয়ে তোদের জীবন কেটে যেতো। এরকমভাবে বেঁচে না থেকে—

[কাশিতে কাশিতে রক্ত পড়িল]

কল্পনা। এ তোমার কি হলো দাদা? তোমার মুখ দিয়ে যে রক্ত পড়ছে! ওঃ—

[কাঁদিতে লাগিল]

নিরাপদ। তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে? দেখ, আমার জন্যে মিছেই আর চিন্তা করিস না। এবার আমায় যেতে দে! আঃ—

কল্পনা। আমরা তোমার কাছে কি এমন অন্যায় করেছি, যার জন্যে তুমি এমন করে আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাও?

নিরাপদ। [রুদ্ধকণ্ঠে] না রে, তোরা কোন অন্যায় করিসনি। সব দোষ আমার কপালের।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

কল্পনা। দাদা, তুমি কাঁদছো?

নিরাপদ। শুধু আমিই কাঁদছি না রে, হতাশা বেদনায় আমার মত কাঁদছে সমস্ত বেকারের দল। এদের কান্না কোনদিন বন্ধ হবে না রে, বন্ধ হবে না

কল্পনা। দাদা—

নিরাপদ। আবার কাঁদে মুখপুড়ি! তোদের কাছ থেকে চলে যেতে আমারও মনটা কি কাঁদবে না রে!

কল্পনা। তুমি মরে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াব বলতে পার?

নিরাপদ। তোর আবার ভাবনা কি রে মুখপুড়ি? সন্দীপের মত স্বামী যার, তার আর অন্য আশ্রয়ের দরকার নেই। জানিস কল্পনা, সন্দীপ সত্যি খুব ভাল ছেলে। আমি জানি তোরা নিশ্চয়ই সুখী হবি।

কল্পনা। তাইতো মাঝে মাঝে ভয় হয় দাদা। যদি আমার মত অভাগীর জন্যে সন্দীপ শান্তি না পায়, তখন আমি কি করব?

নিরাপদ। কেবল বাজে চিন্তা করছিস মুখপুড়ি?

কল্পনা। না দাদা, না। কেবল ভয় হয়, আমার মত জনম-দুঃখিনী মেয়ের কপালে কি এত সুখ থাকতে পারে!

নিরাপদ। কেন থাকতে পারে না? যাক, ওসব চিন্তা বন্ধ করে তুই এখন নিজের শরীরের কথা চিন্তা কর। কেবল দাদার সেবা করতেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে চলবে না। জানিস, আমি যেন এবার একটু সুস্থ হয়ে উঠেছি। কাল থেকে বাইরে যাব।

কল্পনা। বাইরে গিয়ে করবে কি? কোন কাজ থাকে তো বলো, আমি যাব।

নিরাপদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাজ। কিন্তু তুই তো সেকাজ পারবি না।

কল্পনা। কি এমন কাজ, যে পারবো না?

নিরাপদ। বি-এ পাশ করে পারবি পাড়ায় পাড়ায় হকারি করতে?

কল্পনা। দাদা!

নিরাপদ। কি হলো মুখপুড়ি? এত অবাক হচ্ছিস কেন? ইউনিভার্সিটি তো হকার হবার জন্যেই আমাকে মানপত্র দিয়েছে। জানিস, বড় বিচিত্র এই ভারতবর্ষ। এখানে বাইরের লোক এসে চাকরি পাচ্ছে। আর—

[বুক চাপিয়া কাশিতে লাগিল]

কল্পনা। দাদা—

[নিরাপদর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল]

নিরাপদ। ওরে, তুই আমাকে ছুঁস না রে কল্পনা, আমাকে ছুঁস না। এ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি রে। উঃ—আর সহ্য করতে পারি না। মা গো, আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও মা।

কল্পনা। দাদা, কি বলছো তুমি?

নিরাপদ। এ আমি কি আর বলছি রে, আমার অসহ্য যন্ত্রণাই— আঃ—আচ্ছা, বাবা কোথায় গেছে রে?

কল্পনা। সুধা-কাকাদের বাড়ি।

নিরাপদ। কিছু বন্ধক দিতে গেছে বুঝি?

কল্পনা। জানি না।

নিরাপদ। তা হ্যাঁ রে মুখপুড়ি, আজ এখনও তো সন্দীপ এলো না! তাকে একবার ডেকে আনতে পারিস?

কল্পনা। কেন দাদা ?

নিরাপদ। তার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে রে.। মনে হচ্ছে, পরে হয়তো আর বলার সুযোগ পাবো না। তাই—

[কাশিতে লাগিল]

কল্পনা। তুমি একটু শান্ত হও দাদা। আমি যেমন করে পারি খবর পাঠাচ্ছি।

নিরাপদ। হ্যাঁ, তাকে যে আমার বড়—আঃ—[কাশিতে লাগিল] উঃ, কি যন্ত্রণা! আমার এই বুকের পাঁজরের ওপর যেন কে হাতুড়ির ঘা মারছে। উঃ মা গো! আর চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। [দু'হাত বাড়াইয়া] কোথায় রে মুখপুড়ি, তুই কোথায় ?

কল্পনা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] এই তো দাদা আমি এখানেই আছি।

নিরাপদ। কাঁদছিস মুখপুড়ি ? কাঁদ—কাঁদ, কেঁদে নে। উঃ, আর পারি না। এক গ্লাস জল দিতে পারিস কল্পনা ?

কল্পনা। আমি জল আনছি, তুমি লক্ষ্মীছেলের মত শুয়ে পড়। আমি যাবো আর আসবো।

[প্রস্থান।

নিরাপদ। [তক্তাপোষে শুইয়া] উঃ, আর পারি না। [চমকাইয়া] কে ? কে তুমি অমন করে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছো ? না-না, আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না। তুমি আমার বাবার বুক থেকে আমাকে কেড়ে নিও না। একি! মা ? তুমি কাঁদছো মা ? কিন্তু কেন ? তুমি দেখো, আমি আবার তোমার কাছে শুয়ে শুয়ে সেই ছোটবেলার মত ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনবো।

[জলের গ্লাস লইয়া কল্পনার প্রবেশ]

কল্পনা। দাদা, এই যে জল এনেছি—নাও।

নিরাপদ। মা গো, তুমি বিশ্বাস কর—আর আমি পারছি না।

কল্পনা। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো দাদা?

নিরাপদ। আমার মার সঙ্গে। মা কেবল আমার মাথার কাছে বসে কাঁদছিল কি না, তাই মাকে আমি বোঝাচ্ছিলাম।

কল্পনা। এই নাও, জল এনেছি। মাকে কোথায় পেলে তুমি? মা কবে আমাদের ফেলে বিদায় নিয়েছে তার ঠিক নেই।

নিরাপদ। কে বললে বিদায় নিয়েছে? ওই দেখ মুখপুড়ি, তোর কথা শুনে মা আমার হাসছে। আচ্ছা তুমিই বলো তো মা, এই মুখপুড়িটার কোনদিন কি বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না?

কল্পনা। নাঃ, দাদা দেখছি রীতিমত ভুল বকতে শুরু করেছে। এ সময় বাবাও বাড়িতে নেই। কি যে করি! দেখি কতদূর কি করতে পারি।

[যাইতে উদ্যত হইল]

নিরাপদ। না-না, তুই যাসনি। লক্ষ্মী বোন আমার! তুই চলে গেলে না—ওই ওরা, যারা সব অপেক্ষা করছে, তারা আমাকে পাগলা কুকুরের মত টানতে টানতে নিয়ে যাবে। আঃ, সন্দীপ তো এখনও এলো না রে!

[সন্দীপ প্রবেশ করে]

সন্দীপ। এই তো আমি এসেছি নিরাপদ। কেন, হলো কি?

নিরাপদ। তুই এসেছিস সন্দীপ? কিন্তু আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি না রে! কোথায় তুই?

সন্দীপ। এই তো তোর পাশে বিছানায় বসে আছি। তুই এত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? [কল্পনাকে] ডাক্তারকে কল দিয়েছো?

কল্পনা। না, দিইনি। এক্ষুনি পাশের বাড়ির রামদাকে দিয়ে কল দিচ্ছি। তুমি বসো, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

নিরাপদ। আচ্ছা সন্দীপ, আমি হয়তো আর তোদের বিয়ে দেখে যেতে পারবো না রে। যদি দেখে যেতে পারতাম, তাহলে মরেও শান্তি পেতাম।

সন্দীপ। আমাদের বিয়ে তো অনেক দিন আগে থেকেই হয়ে গেছে নিরাপদ। তবু তুই যখন বলছিস, আমি না হয় নিজের হাতে তোর চোখের সামনে কল্পনার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তুই শান্তি পাবি তো?

নিরাপদ। নিশ্চয়ই পাবো। তুই বিশ্বাস কর সন্দীপ, আজ আর আমার মরতে মোটেই ইচ্ছা যাচ্ছে না। কিন্তু যে রাজরোগ আমার বুকে বাসা বেঁধেছে, সে আমার বুকে ঘণ্টা বাজিয়ে যাবার সঙ্কেত জানাচ্ছে। উঃ—

[কাশিতে লাগিল ও রক্ত পড়িল]

সন্দীপ। একি, রক্ত!

নিরাপদ। হ্যাঁ, রক্ত। আমার যে আর কিছুই নেই ভাই। তাই তোদের মিলন মেলায় আমার হৃদয়-উদ্যান থেকে কয়েকটা রক্তগোলাপ উপহার দিচ্ছি। জানিস সন্দীপ, আমার মুখপুড়ি বড় সেন্টিমেন্টাল। তুই মুখপুড়িকে কোনদিন যেন ভুল বুঝিস না। অবশ্য জানি, তোকে পেলে মুখপুড়ি আর কিছুই চায় না।

সন্দীপ। সে তুই নিঃসন্দেহে থাকতে পারিস নিরাপদ।

নিরাপদ। আঃ, কি শান্তি! বহু জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে আমি

তোর মত বন্ধু পেয়েছিলাম রে। দাঁড়া—মুখপুড়িটাকে একবার ডাকি। কল্পনা, এই কল্পনা। কল্পনা—একটু সিঁদুর নিয়ে আয় তো।

সন্দীপ। তুই কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছিস না নিরাপদ?

নিরাপদ। অবিশ্বাস তো করছি না ভাই। তবে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার যাবার সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তাই যাবার আগে তোদের মিলন দেখে যেতে চাই।

[হাতে সিঁদুরের কৌটা লইয়া কল্পনার পুনঃ প্রবেশ]

কল্পনা। সিঁদুর নিয়ে কি করবে দাদা। টিপ পড়বে বুঝি? এই নাও তাড়াতাড়ি, আমার কাজ আছে।

নিরাপদ। [কল্পনার হাত ধরিয়া] দাঁড়া পাগলি, দাঁড়া। আমি টিপ পরবো না রে, পরাবো তোকে। সন্দীপ, এদিকে আয় তো ভাই!

[সন্দীপ কাছে আসিতেই দুজনের হাত মিলাইয়া দিল]

কল্পনা। [বিস্ময়ে] দাদা!

নিরাপদ। হ্যাঁ রে মুখপুড়ি, এত তুই অবাক হচ্ছিস কেন? আমি তোর অপদার্থ দাদা কিনা, তাই অনুষ্ঠান করে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে না না দিয়ে, শুধু সিঁথিতে সিঁদুর দান করে বিয়ে দিচ্ছি। সন্দীপ, মুখপুড়ির সিঁথিতে আমার সামনেই সিঁদুর পরিয়ে দে।

[কল্পনার হাতের কৌটা হইতে সিঁদুর লইয়া সিঁথিতে দিল সন্দীপ। কল্পনা ঘোমটা দিয়া প্রথমে নিরাপদকে, পরে সন্দীপকে প্রণাম করিল]

নিরাপদ। মা—মা গো! তুমি দেখ মা, যাকে তুমি ফেলে রেখে চলে গিসলে, আজ তার আমি বিয়ে দিয়ে দিলাম। আশীর্বাদ কর—যেন এরা সুখী হয়। সন্দীপ, তোকে তো আমি কিছুই দিতে পারলাম না ভাই!

সন্দীপ। কে বলে তুই আমাকে কিছু দিসনি? তোর হৃদপিণ্ডটাকেই তো ছিঁড়ে আমার হাতে তুলে দিলি। এর পর কিছু দিতে চাইলেও, আমি তো তা গ্রহণ করতে পারবো না ভাই!

[ক্লান্ত শ্যামাপদ প্রবেশ করে]

শ্যামাপদ। খোকা! তুই কেমন আছিস বাবা? একি! আমার কল্পনা-মার কপালে সিঁদুর কেন?

নিরাপদ। আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি বাবা।

শ্যামাপদ। কি বললি! বিয়ে দিয়েছিস? কেন, কে তোকে বলেছিল বিয়ে দিতে? কার সঙ্গে দিয়েছিস?

নিরাপদ। যার সঙ্গে দিয়েছি, সে তোমার সামনেই বাবা। কি রে, তোরা বাবাকে প্রণাম কর।

[সন্দীপ ও কল্পনা প্রণাম করিতে গেল, শ্যামাপদ দূরে সরিয়া গেল]

শ্যামাপদ। আর প্রণাম করতে হবে না। জুতো মেরে গরুদান নাই বা করলে।

সন্দীপ। জ্যাঠামশাই!

শ্যামাপদ। থাক—থাক, ভদ্রতার মুখোশ পরে আমার ছেলের বন্ধু সেজে আমার খুব উপকার করেছ। এবার আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

নিরাপদ ও কল্পনা। বাবা!

শ্যামাপদ। থাক রাক্ষসী, থাক। বাবার খুব সম্মান রেখেছো। গলায় দড়ি দিতে পারলি না? বিষ খেতে পারলি না?

কল্পনা। তোমার যা খুশি তাই আমায় বলো, আমি কিছুই বলবো না। যদি প্রয়োজন হয় আমাকে মেরে ফেল, তবু যাকে আমি মনে-প্রাণে

স্বামী বলে গ্রহণ করেছি, তাকে কিছু বলো না বাবা, তাহলে সইতে পারবো না।

নিরাপদ। ওরে মুখপুড়ি! কেন তুই নিষ্প্রাণ পাথরের সামনে কাকুতি-মিনতি করছিস? সন্দীপ, তুই কিছু মনে করিস না ভাই! আমার জন্যেই তোকে আজ অপমানিত হতে হলো।

সন্দীপ। না—না, অপমান আর কি! অন্যায় যখন করেছি—

নিরাপদ। একথা শুনেও তোমার মনে একটু স্নেহের উদয় হচ্ছে না বাবা? তুমি কি মানুষ নও?

কল্পনা। থাক দাদা, তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। আমরা তোমাদের পুণ্যস্থান থেকে না হয় চলেই যাচ্ছি।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

নিরাপদ। তুই কাঁদছিস মুখপুড়ি? তোর কেঁদেই তো জীবন গেল, এবার সন্দীপের কাছে গিয়ে একটু হেসে নিবি, কেমন? আর যদি কোনদিন এই অভাগা পঙ্গু দাদাটার কথা মনে পড়ে, ওই আকাশে জলজলে শুকতারাটার দিকে চেয়ে—

[কাঁদিতে কাঁদিতে কাশিতে লাগিল]

কল্পনা। দাদা!

সন্দীপ। এবার আমরা চলি রে। আমরা না গেলে হয়তো জ্যাঠামশাই শান্ত হবেন না। যদি কোনদিন এই হতভাগ্য সন্দীপের কথা মনে পড়ে, তাহলে যাস কিন্তু। জ্যাঠামশাই! আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার কাছে অন্যায় করেছি, ক্ষমা করবেন। এস কল্পনা, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

নিরাপদ। সন্দীপ, চলে গেলি ভাই? হ্যাঁ, বেশ করেছিস। এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে চলে যাওয়াই ভাল। তুইও চলে যা মুখপুড়ি।

কল্পনা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি চলেই যাবো দাদা! তবে যাওয়ার আগে তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে যাব।

শ্যামাপদ। থাক—থাক। আমার অনেক আশা ছিল, সব আশায় তুই ছাই দিয়ে দিলি রাক্ষসি। ওকে আর স্পর্শ করে অপবিত্র করিস না হতভাগী।

কল্পনা। তাই যদি মনে কর বাবা, তাহলে দাদাকে দূর থেকেই প্রণাম করছি। [প্রণাম করিয়া] দাদা, তুমি আমার কাছে যাবে তো?

নিরাপদ। নিশ্চয় যাব। আগে ভাল হয়ে নিই, তারপর।

কল্পনা। আমি চললাম দাদা। বাবা, আজ থেকে সত্যিই তুমি মনে করো—তোমার কোন মেয়ে ছিল না বাবা, তোমার কোন মেয়ে ছিল না।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

নিরাপদ। ওরে, বুকের ভেতর কে ঘণ্টা বাজাচ্ছিস? অত আস্তে কেন, বিসর্জনের ঘণ্টা? আরো জোরে বাজা, আরো জোরে—

[কাশিতে কাশিতে রক্ত পড়িল]

শ্যামাপদ। খোকা!

নিরাপদ। খোকা আজ বোকা বনে গেছে বাবা, বোকা বনে গেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাসিতে গিয়া কাশিতে কাশিতে আবার রক্ত পড়িল]

শ্যামাপদ। ওরে, আমার যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে! একমাত্র মেয়েকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলাম, তুইও যদি চলে যাস, কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো?

নিরাপদ। কেন, সম্মান নিয়ে। উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একটু জল—একটু জল—

শ্যামাপদ। এখনি জল আনছি বাবা।

[দ্রুত প্রস্থান।

নিরাপদ। আঃ—উঃ, আর পারছি না। একি, কে তোমরা? আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ? [চিৎকার করিয়া] ওরে মু-খ-পুড়ি, আমাকে এরা নিয়ে চলে যাচ্ছে রে! তোর সঙ্গে আর বুঝি দেখা হলো না। মু-খ-পু-ড়ি। উঃ—আঃ—

[একপাশে ঢলিয়া পড়িল ও মৃত্যু। এইসময় জলের গ্লাস লইয়া শ্যামাপদর প্রবেশ]

শ্যামাপদ। খোকা, জল এনেছি খোকা! তাড়াতাড়ি খেয়ে নে বাবা! একি! খোকা—খোকা! [দেখিয়া] এ্যাঁ—তবে কি খোকা নেই! [হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল এবং ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল] হে ভগবান! তোমার সঙ্গে লড়াই করে আমি ছক্কা পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ যে সব ফক্কা—সব ফক্কা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ক্রমাগত উন্মাদের ন্যায় হাসিতে লাগিল। পর্দা নামিয়া আসিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

[জগৎবল্লভ রায়ের পূর্ববর্ণিত ড্রইংরুম। একটি চেয়ারে বসিয়া চোখ বন্ধ করিয়া রসিকবাবু ঠাকুরের নাম করিতেছেন। সময়—সন্ধ্যা]

রসিক। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। দূর—দূর, এতক্ষণ ধরে ঠাকুরের নাম করছি, তবু কি বেটা কালো একবার উঁকি মেরেছে! এত খিধে পেয়েছে—আরে ওই তো কালো আসছে খাবার নিয়ে। [আবার চোখ বুজিয়া] রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—

[হাতে প্লেট ও জলের গ্লাস লইয়া কালো প্রবেশ করিয়া রসিকবাবুর দিকে তাকাইল]

কালো। দাদু, ও দাদু—

রসিক। রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম রাম—

কালো। যত শালা বুড়োকে ডাকছি, তত যেন শালার ঠাকুরের নাম করার ধুম বেড়ে গেল। বলি ও দাদু—

রসিক। কে? কালো? উঃ, এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম না! সত্যি, ঠাকুরের নাম এত সুন্দর! আহা-হা, যেন সুধা-মাখানো আলুর চপ। কি আনলি রে কালো?

কালো। রসগোল্লা। দাদাবাবুর যেখানে বিয়ে হবে, সেখান থেকে পাঠিয়েছে।

রসিক। বেশ বড় বড় দেখে এনেছিস? আহা-হা, আমাদের ওখানে সিধু গয়লা যা রসগোল্লা তৈরি করে না—কি বলব। যেন এক টুকরো চাঁদ। যাকগে, কতক্ষণ আর ধরে দাঁড়াবি। দে—দে।

[কালোর হাত হইতে লইয়া খাইতে লাগিল]

কালো। দাঁড়াও, দাদাবাবুর বিয়েতে না—তোমাকে ঠেসে খাওয়াবো। জান দাদু, বৌদিমণিকে এত সুন্দর দেখতে—কি বলব তোমায়! দুধে-আলতার রং, টানা টানা চোখ—আহা-হা, যেন দুগ্‌গো পিতিমে। আমার দাদাবাবুর সাথে যা মানাবে না—

রসিক। জানিস কালো, বিয়েটা হচ্ছে—যাকে বলে আপাত-মধুর। কিন্তু যেদিন মাথার ওই শোলার টোপর লোহার বোঝা হয়ে মাথায় চাপবে না, সেদিন ঠেলারাম বাবাজী। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আচ্ছা আমার বড় ভায়াকে দেখতে পেলাম না তো?

কালো। দাদাবাবু যেন এই কদিন হলো কি রকম হয়ে গেছে। সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, এখন সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু এলো না।

রসিক। হেঃ-হেঃ-হেঃ! বোধহয় কোন রাধিকার প্রেম-নিকুঞ্জে বিশ্রাম করছে। বলা তো যায় না, যা যুগের হাওয়া—[প্লেট রাখিয়া] নাঃ, দেখি একবার বাড়ির দিকে যাই।

কালো। একটু পরেই যাবে দাদু। বোস না, গল্প-টল্প করি।

রসিক। আ-হা-হা, কি কথাই শোনালে! গল্প-টল্প করি। বলি মুখপোড়া, আমার জামাই তোকে কি গল্প করার জন্যে রেখেছে?

কালো। দাদু!

রসিক। ওরে ছোঁড়া! বসবার হলে আমি ঠিকই বসতাম, কিন্তু আমার যে পায়খানা পেয়েছে। হেঃ-হেঃ-হেঃ! যাকে বলে একেবারে মার্ডার কেস। তাই আমি চললাম। আমার কষ্টিকের ধাত কিনা! হেঃ-হেঃ-হেঃ— [প্রস্থান।

কালো। বসে বসে খেয়ে শালা বুড়োর তেল হয়েছে। দাঁড়াও, তোমার তেল আমি ছোটাচ্ছি।

[প্রবেশ করে উত্তেজিত জগৎবল্লভ রায়]

জগৎ। কালো—কালো—

কালো। কি বলছো মামাবাবু?

জগৎ। শীগগির সদরের গেটটা চাবি দিয়ে দে, যাতে বিশ্বাসঘাতক আমার বাড়িতে ঢুকতে না পারে! ওঃ, আমার দেহের একফোঁটা রক্ত—সেও আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করল!

কালো। এত রেগে যাচ্ছ কেন মামাবাবু? কি হয়েছে বলবে তো?

জগৎ। কি হয়েছে তা তুই জানতে চাস না কালো। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার কত আশা—কত স্বপ্ন, সব ভেঙে চুরমার করে দিলে হতভাগা!

কালো। দাদাবাবু কি কোন অন্যায় কাজ করেছে মামাবাবু?

জগৎ। না-না, অন্যায় নয়; শুধু বাপের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছে। তুই যা কালো, শীগগির সদরের গেট বন্ধ করে দে।

কালো। মামাবাবু!

জগৎ। আর তা নাহলে তুই এখানে দাঁড়া। ওরা এলে বলবি, যেন একফোঁটা জলস্পর্শ না করে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আরও বলবি, আমি হতভাগাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম। আমার স্থাবর অস্থাবর সবকিছুর একমাত্র অধিকারী হবে প্রদীপ।

কালো। আমাকে ক্ষমা কর মামাবাবু! ও আদেশ তুমি আমাকে করো না। যাকে ছোট থেকে মানুষ করেছি, তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে আমি পারব না।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

জগৎ। বেইমান! তোকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম। আর আজ এই তার প্রতিদান?

কালো। [কাঁদিতে কাঁদিতে] তুমি যখন আমাকে অন্নঋণের কথা বললে, তখন আমার যত কষ্টই হোক, এ কাজ আমি করব। তাতে যদি আমার বুকটা দু'ফাঁক হয়ে যায়, তবুও আমাকে অন্নদাতার ঋণ পরিশোধ করতেই হবে।

জগৎ। উঃ, কাকে বিশ্বাস করব? সব বেইমান—সব বিশ্বাসঘাতক। কালো, তুই ওদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আমার ঘরে খবর দিবি। নমিতা, নমিতা!

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

কালো। হে ভগবান! আমাকে কি তুমি এই কাজটা করবার জন্যেই বাঁচিয়ে রেখেছ?

[অগ্রে কল্পনা, পিছনে সন্দীপের প্রবেশ]

সন্দীপ। জানো কল্পনা, এই হচ্ছে আমাদের কালোদা। কালোদা, তুই কথাই বলছিস না কেন? তোর বৌদিমণি এলো—

কালো। তুমি আমাদের বৌদিমণি?

কল্পনা। কেন, আমি দেখতে ভাল নই বলে তোমার বুঝি ভাল লাগছে না কালোদা?

কালো। না-না, ওকথা বলো না বৌদিমণি! তুমি হলে—

সন্দীপ। গল্পটা পরে করিস কালোদা। এখন আমার কিন্তু দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। আগে কিছু খাওয়া যাক। বাবা কোথা রে কালোদা? মা বুঝি রান্না করছে?

কালো। না, সবাই বাড়িতেই আছে।

সন্দীপ। তবে এস কল্পনা, আয় কালোদা।

কালো। [স্বগত] কি করে এই সরল মনে বাজের আঘাত হানবো?

সন্দীপ। কি বলছিস কালোদা? তোর চোখে জল কেন?

কালো। কই, কিছু বলছি না তো। হঠাৎ চোখে বালি পড়ল কিনা, তাই—

সন্দীপ। বাড়িতে যাবি নাকি?

[রসিকের প্রবেশ]

রসিক। কি করে যাবে ভায়া? বাড়ির—

কালো। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি দাদু, ওই সর্বনেশে কথাগুলো এই মধ্যেই ওদের শুনিয়ো না।

রসিক। থাম বেটা ছোটলোক। দরদ যেন উথলে উঠলো। ওদিকে আমার জামাই এই এত রাত পর্যন্ত কিছু না খেয়ে বসে আছে, আর এই শালার যত দয়া।

কল্পনা। বলুন দাদু, বাবা আমাদের কি বলেছেন?

রসিক। তুই থাম তো ছুঁড়ি! সেই কথায় বলে না—কোথাকার কে রে, দুটো আমড়া ভাতে দে রে। তোমার মত রাস্তার মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।

সন্দীপ। দাদু! বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, এ আমার স্ত্রী। আর মনে রাখবেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে বাজে কথা বললে—

রসিক। আর তুমিও মনে রেখো, এটা জগৎবল্লভ রায়ের বাড়ি, এখানে অন্যায়টি চলবে না ভায়া।

কালো। দাদু, তুমি মানুষ না কি? আমার মনে হয় তোমার বাবা—

রসিক। খবরদার কালো, পিতৃনিন্দা করলে শালাকে এমন মেরামত করবো না, সাতজন্মেও ভুলতে পারবি না। বেটা ইতর ছোটলোক—

সন্দীপ। থাক দাদু, কালোদাকে আর গালমন্দ দিতে হবে না। শুধু বলুন, বাবা আমাদের কি বলেছেন।

রসিক। এই হারামজাদা, বল না তোর বাবু কি বলেছে।

কালো। আমি তো আর আপনার মত জানোয়ারের বাচ্চা নয়।

রসিক। ঠিক আছে, আমিই বলছি। তবে শোন, আজ থেকে তোর এবাড়ির অন্ন উঠলো। এই মুহূর্তে তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও।

সন্দীপ। এই এত রাত্রে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে?

রসিক। হ্যাঁ। একদিকে লোভ করতে গেলে অপর দিকে লোকসান তো হবেই। জামাই বাবাজী আরও বলেছে, আজ থেকে জমিদারীর একটা কাণাকড়িরও অংশীদার তুমি নও।

কালো। দাদু, তুমি থামো। আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব, তবু এদের আর ওই হাতুড়ির ঘা দিও না।

রসিক। আর হ্যাঁ, তুমি আজ থেকে এ বাড়ির ত্যাজ্যপুত্র। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া] যাই, জামাই বাবাজীবনকে সংবাদটা দিয়ে আসি। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[কল্পনার দিকে তাকাইয়া প্রস্থান।

কল্পনা। ওগো, এখনও সময় আছে, তুমি আমাকে ত্যাগ কর। এবাড়ির বড় ছেলে তুমি, তোমার ওপর সবাইয়ের অনেক আশা। তাদের সে আশায় যেন ছাই দিয়ো না গো!

সন্দীপ। ছেলেমানুষি করো না। বিয়েটা ক্ষণিকের পুতুল-খেলা নয়। যদি ভিক্ষে করতে হয়, দুজনে একসঙ্গে ভিক্ষে করব; যদি মরতে হয়, দুজনে একসঙ্গেই মরবো। তবু—

কা[illegible]ন অলক্ষুণে কথা তুমি বলো না দাদাবাবু।

সন্দীপ। জানিস কালোদা, পথ যাদের নেই, জীবনের পাথেয় যাদের নেই, তাদের মৃত্যুই তো ভাল।

কল্পনা। ওগো, আমার মত অভাগীর জন্তেই তোমার এমন হলো। নইলে—

কালো। বাজে কথা বন্ধ কর তো বৌদিমণি। আমি বলছি, তোমরা নিশ্চয় সুখী হবে।

সন্দীপ। আমরা চলে যাচ্ছি কালোদা। তুই বাবাকে বলিস, আর কোনদিন সম্পত্তির ভাগ নিতে আসব না, কোনদিন না।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

কালো। একি, তুমি কাঁদছো?

সন্দীপ। এ আমার দুঃখের কান্না নয়, আনন্দের কান্না। কালোদা, তোকে আমি অনেক বকেছি, তুই আমায় ক্ষমা করবি না?

কালো। ক্ষমা? আমি—আমি করবো ক্ষমা?

[কাঁদিয়া ফেলিল]

কল্পনা। একি, তুমিও কাঁদছো কালোদা?

কালো। হ্যাঁ গো বৌদিমণি, আমিও কাঁদছি। এ কদিন দাদাবাবুর মুখের একটু হাসি দেখে আমিও হেসেছি কিনা, তাই আজ কাঁদছি।

সন্দীপ। কাঁদিস না কালোদা। তোর বাবুকে বলিস, আমরা না খেয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকলেও, কেউ জানতে পারবে না আমরা কোথায় আছি—কি ভাবে আছি।

কালো। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থাম দাদাবাবু। বৌদিমণি, তুমি কি এমনি করে চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকবে?

কল্পনা। আর কি করবো বল কালোদা? নীড়হারা পাখি আর কি করতে পারে?

সন্দীপ। রাত অনেক হয়ে গেল। আজ রাতটা পথেই কাটিয়ে দেবো, তারপর কলকাতায় রওনা হবো। এস কল্পনা।

কল্পনা। যাই। আচ্ছা কালোদা, আমি যদি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তিনি কি দেখা করবেন না?

সন্দীপ। কেন কল্পনা?

কল্পনা। আমি শুধু বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলবো, আমার মত পরের মেয়ের জন্যে আপনি ঘরের ছেলেকে পর করে দেবেন না বাবা। যদি প্রয়োজন হয়, আমি একাই এখান থেকে চলে যাব দূরে—বহুদূরে।

কালো। বৌদিমণি!

কল্পনা। হ্যাঁ কালোদা, তুমি বিশ্বাস কর—আর আমি পারছি না, আমার মত অভাগীর জন্যে আজ জমিদারের আদরের দুলাল পথে গিয়ে বাস করুক, এ আমি চাই না। কিন্তু কি করব, সবই এই অদৃষ্টের পরিহাস!

[চোখ দিয়া জল গড়াইল]

কালো। তুমিও কাঁদছো বৌদিমণি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা সবাই কাঁদো। কিন্তু আমি কাঁদবো না। কেন কাঁদবো? আমি যে চাকর। আমার কাঁদতে নেই।

[কাঁদিতে লাগিল]

সন্দীপ। কালোদা! তুই এখানে জল নিয়ে এসে ভাল করে ধুয়ে দে। যদি কোনদিন এই হতভাগার কথা—তোর বৌদিমণির কথা মনে পড়ে, জানবি—পৃথিবীর এই বিপুল জনস্রোতে আমরা কোথাও হারিয়ে গেছি। চল কল্পনা।

[প্রস্থোনোদ্যত হইল]

কালো। তুমি চলে যাচ্ছো দাদাবাবু? আজ সকাল থেকে তোমার পেটে বোধহয় একটা দানাও পড়েনি, এত রাত্রে তোমরা না খেয়ে যেও না দাদাবাবু!

সন্দীপ। তা হয় না কালোদা। যে পিতা তার পুত্রের সামান্য অপরাধের জন্যে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তার অন্ন খেয়ে আমি অন্নঋণে আবদ্ধ হতে চাই না।

কালো। দাদাবাবু!

সন্দীপ। এত দিন জমিদারের ছেলে হয়তো অনেক খেয়েছি। এবার না হয় জীবনের বাকী দিন কটা না খেয়েই কাটিয়ে দেবে। আমার জন্যে আমি আর ভাবি না রে কালোদা।

কালো। দাদাবাবু!

সন্দীপ। চলি কালোদা। না গেলে হয়তো দাতু আবার দারোয়ান ডাকতে পারেন। আমার নাম তুই তোর মন থেকে মুছে ফেলিস কালোদা, মুছে ফেলিস। এস কল্পনা।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

কালো। দাদাবাবু! [ক্রন্দন] তুমি ওকে ফেরাও বৌদিমণি, তুমি আমার দাদাবাবুকে ফিরিয়ে আনো।

কল্পনা। ও আজ আর ফিরবে না ভাই। তুরন্ত আঘাতে সুপ্ত সিংহ আজ জেগে উঠেছে। না খেতে পেয়ে তিল তিল করে মরলেও আর আমরা তোমাদের তুয়ারে এসে দাঁড়াব না। আমাদের তুমি ক্ষমা করো কালোদা, আমাদের তুমি ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

কালো। [কাঁদিতে কাঁদিতে] তোমরা সবাই আমাকে ফেলে চলে গেলে দাদাবাবু? না-না, আর কাঁদবো না। আমি যে চাকর। আমাকে যে মনিবের অন্নঋণ শোধ করতেই হবে।

[চোখের জল মুছিল। জগৎবল্লভের পুনঃ প্রবেশ]

জগৎ। কি রে কালো, হতভাগাদের তাড়িয়ে দিয়েছিস ?

কালো। হ্যাঁ মামাবাবু, কুকুরের মত দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

জগৎ। কি বললে হতভাগা ?

কালো। দাদাবাবু বাচ্চা ছেলের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো, আর বলে গেল কোনদিন সে এ বাড়িতে আসবে না।..

জগৎ। আসতে সে কিছুতেই পাবে না। আমার বুকে যে বজ্রের আঘাত হেনেছে, তা থেকে সে কোনদিন রেহাই পাবে না।

কালো। একটা কথা বলবো মামাবাবু ?

জগৎ। বল।.

কালো। আমাকে এবার তুমি মুক্তি দাও মামাবাবু, আর আমি কাজ করবো না। বয়স হয়েছে। শরীরের শক্তিও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে।

জগৎ। তোকে আর কোন কাজ করতে হবে না। তুই শুধু বসে বসে সব কাজ দেখাশোনা করবি।

কালো। থাক, অত দয়া আর নাই বা করলে! যাকে নিজে জন্ম দিলে, তাকে এই রাত দুপুরে একমুঠো খেতে না দিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে। আর আমি—বাড়ির চাকর—না-না, তুমি আমাকে মুক্তি দাও মামাবাবু।

জগৎ। বেশ। তুই যখন যেতে চাস, তখন তোকে আর আমি বন্ধ খাঁচায় আটকে রাখতে চাই না। তোকে আমি মুক্তি দিলাম। তবে তোর জন্যে এ বাড়ির দরজা চিরকাল খোলা থাকবে।

কালো। মামাবাবু!

জগৎ। ওরে, আমার মনের ব্যথা কেউ বুঝলো না। এই শরীরের ভেতর যে জমিদারী রক্তটা টগবগ করে ফুটছে। নিজের সম্মান বজায়

রাখতে আমি নিঃস্ব হতেও রাজী আছি, তবু আমি হারবো না। জমিদার জগৎবল্লভ রায় কিছুতেই হারবে না।

[সদম্ভে প্রস্থান।

কালো। নাঃ, আর দেরী করলে হয়তো দাদাবাবুর দেখা পাবো না। যেমন করেই হোক দাদাবাবুকে খুঁজে বার করতেই হবে।

[প্রস্থান করিল। পর্দা নামিয়া আসিল।]

পঞ্চম দৃশ্য।

কলকাতার একটি জনবহুল পথ।

[পর্দা সরিতেই দেখা গেল রবি পাগলা এক মনে বলিয়া চলিয়াছে]

রবি। সাট-আপ রাস্কেলের দল! তোমরা কি মানুষ? ভেজালে ভেজালে তোমরা আজ সারা দেশকে ভরিয়ে তুলেছো, ছড়িয়ে দিয়েছো অনাহারের বন্যা, সৃষ্টি করেছ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। না-না, হ্যালো ইয়ং বেঙ্গল! ওদের শোষণের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ো না ব্রাদার। তোমরা দেশকে বাঁচাও, জাতিকে বাঁচাও।

[রসময়ের প্রবেশ। এক হাতে রেশন ব্যাগ, অপর হাতে একটি ছড়ি]

রসময়। এই যে লাটসাহেব! এদিকে রাস্তায় বসে তো খুব লেকচার দিচ্ছো, আর আমার ঘরের ভাড়াটি কি দেবে না?

রবি। জানেন বাবু, ভাড়া আপনি নিশ্চয় পাবেন। তবে দুদিন পরে। এখন সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে কি না!

রসময়। অত ভাত দুধ দিয়ে খেয়ে কাজ নেই বাপধন। হয় ভাড়া দাও, না হয় দূর হও। তোমার মত কত লোক ঘরের জন্যে সাধাসাধি করছে।

রবি। দাঁড়ান, দাঁড়ান বাবু। যারা এ ঘর ভাড়া নেবে বলছে, তাদের কি ঘামাচি হয়েছে, না জীবনে কোনদিন চাঁদ দেখেনি?

রসময়। তার মানে?

রবি। আপনার ঘরে বর্ষায় জলপ্রপাত নেমে আসে কিনা, তাই ঘামাচিগুলো অন্তত মরবে। আর চাঁদ? সে তো ঘরে শুয়ে শুয়েই দেখা যাবে।

রসময়। হেঁ-হেঁ-হেঁ! এই প্ল্যানটি করতে আমার নগদ আটটি হাজার টাকা খরচ হয়েছে। যাক ভাই, ভাড়াটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিও, কেমন?

রবি। সেকথা বলতে! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রসময়। ভাল কথা। আমি তবে এখন আসি। [প্রস্থান।

রবি। বাঃ-বাঃ রে পৃথিবী! যাদের পয়সা আছে, তারা চাইছে—কি করে আরও দুটো পয়সা করা যায়। আর যাদের কিছু নেই, তাদের কোন চিন্তাও নেই।

[প্রস্থান করিল রবি। কিছুক্ষণ পরে রুক্ষ আলুথালু বেশে সন্দীপ, পশ্চাতে কল্পনার প্রবেশ]

সন্দীপ। তোমার পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে কল্পনা? কিন্তু কি করব, এত জায়গায় ঘুরলাম, কোথাও একটা ঘর ভাড়া পেলাম না। কি যে করি—

কল্পনা। কেন তুমি মিছে চিন্তা করছ গো? বিশ্বাস করো, আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।

সন্দীপ। সে কি আমি বুঝি না ভেবেছো? তোমার—

কল্পনা। শুধু শুধু এখানে ওখানে ঘুরে তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। এখানে কিছুক্ষণ বসো না গো। একটু বিশ্রাম নেবে।

সন্দীপ। তুমি আমার জন্যে কিছু ভেবো না। জমিদারের ছেলে হলেও কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু তোমার তো সে অভ্যাস নেই।

কল্পনা। খুব আছে। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি। এর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করতে পারি।

সন্দীপ। হয়তো পারো। কিন্তু ভাবো তো কল্পনা! আমি এমন হতভাগা, তোমাকে ভিখারিণীর মত সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কল্পনা। ওকথা বলছো কেন গো?

সন্দীপ। এই ধরো—তোমার এখন সাজ-গোজ করার সময়। তাছাড়া তোমার দেহে একটু সোনা—

কল্পনা। বিশ্বাস কর, এ পৃথিবীতে সোনা-দানা, হীরা-মুক্তো কিছুই চাই না, শুধু চাই তোমার পদসেবার অধিকার।

সন্দীপ। কল্পনা—

কল্পনা। যেন কোনদিন আমাকে ভুল বুঝো না গো, তাহলে মরেও শান্তি পাবো না। তুমি আমার আরাধ্য দেবতা, তাই তোমাকে আমার মনের মন্দিরে বসিয়ে হৃদয়ের ফুল দিয়ে পূজো করেই আমি সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চাই।

[রবি পাগলার পুনঃ প্রবেশ]

রবি। কোথায় যাবি মা তোরা?

কল্পনা। আমরা কোথায় যাব—তা তো ঠিক বলতে পারবো না বাবা।

রবি। বলতে পারবে না? কেন বল তো?

কল্পনা। আমরা এই কলকাতায় নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কোথাও থাকার মত একটা ঘরও ভাড়া পেলাম না। তাই—

রবি। সে কি!

সন্দীপ। বিশ্বাস করুন, কাল থেকে বহু জায়গাতেই ঘুরলাম। কিন্তু সব জায়গাতেই এক কথা—ত্বদিন আগে এলে ভাল ঘর দিতে পারতাম, এখন তো ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। আপনি বরং অন্য কোথাও খোঁজ নিন। তাই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

রবি। না-না, এর মধ্যেই দিশেহারা হয়ে পড়লে তো চলবে না বাবাজী। এখনও যে অনেক বাকি।

কল্পনা। তাহলে আমরা এখন কি করবো বলুন তো?

রবি। কি আবার করবি। যদি তোদের কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার কুঁড়েঘরে থাকবি।

কল্পনা। [বিস্ময়ে] বাবা!

রবি। হ্যাঁ রে মা, তোর মত না—আমারও একটা সুন্দর মেয়ে ছিল। কিন্তু ওইসব সমাজপতির দল তার গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

[চোখে জল আসিল]

কল্পনা। ওঃ—বড় দুঃখের কথা।

রবি। সেকথা মনে হলে আজও বুকটা ফেটে যায়। কেবল চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে আমার আরুমা আর সোনার মুখটা।

সন্দীপ। সোনা?

রবি। হ্যাঁ বাবাজী, সোনা। তবে সে সোনা আসল সোনা নয়, সে নকল সোনা। আমার একমাত্র ছেলে।

সন্দীপ। আপনার ছেলে—

রবি। হ্যাঁ বাবা, অনেক লেখাপড়া শিখে সেও সামান্য একটা চাকরি

পায়নি। তাই সে আমাকে লুকিয়ে স্মাগলিং করতো বলে পুলিশ তাকে গুলী করে মেরে ফেলল।

কল্পনা। বাবা!

রবি। হ্যাঁ মা, এই বুকে অনেক ব্যথা জমা হয়ে আছে যে। কিন্তু ভাগ নেবার মত কেউ নেই। কাউকে যদি আমি কিছুটা ভাগ দিতে পারতাম, তাহলে অনেকটা শান্তি পেতাম।

কল্পনা। আমি যদি আপনার দুঃখের ভাগ নিই?

রবি। নিবি মা, নিবি? আঃ—কি শান্তি! তবে আর পথে দাঁড়িয়ে কেন? চল মা আমার ঘরে। এটি আমার জামাই বুঝি?

কল্পনা। হ্যাঁ বাবা।

রবি। বাঃ—বাঃ! আমার যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই। কে বলে ভগবান নেই? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি আছ, নিশ্চয় আছ। নইলে আমি কি মেয়ে হারিয়ে মেয়ে-জামাই দুই-ই ফিরে পেতে পারি?

সন্দীপ। চলুন বাবা, আর দাঁড়াতে পারছি না।

রবি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এস বাবাজী, এস।

[অগ্রে রবি এবং পিছনে সন্দীপ ও কল্পনা প্রস্থান করিল।
প্রবেশ করিল কালো]

কালো। নাঃ, কোন সন্ধান পেলাম না। কত খোঁজই না করলাম। আর এখানে কি মানুষ খুঁজে বার করা যায়! পিল পিল করে পিঁপড়ের মত সার দিয়ে চলেছে হরেক রকমের গাড়ি। যতই সরে যাও, তবু যেন ঘাড়ের ওপর এসেই পড়ছে। সত্যি, ধন্য এই কলকাতা। যেন মানুষ-মারার ফাঁদ। যত চোর জোচ্চোর বদমায়েসের আড্ডা হচ্ছে এইখানে। যাই, আবার খুঁজে দেখি কোথায় পাই।

[প্রস্থান করিল। পর্দা নামিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জগৎবল্লভের ড্রইংরুম।

[পর্দা সরিতেই দেখা গেল, জগৎবল্লভ রায় নিজের মনে কথা বলিতেছেন]

জগৎ। নাঃ, আর পারি না। চারিদিকে আমার শত্রু। নিজের ছেলে—সেও আজ শত্রু। সারাজীবন শুধু ভুলই করে গেলাম। এখন আমি উমাপতির কাছে মুখ দেখাই কি করে! সে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যে, তার মেয়ের বিয়ে আমার ছেলের সঙ্গেই হবে।

[উমাপতির প্রবেশ]

উমাপতি। কেমন আছ জগু?

জগৎ। ভালই আছি, আমরা কি কখনও খারাপ থাকতে পারি

উমাপতি। আমরা খারাপ থাকলে তো পৃথিবীটা কলঙ্কমুক্ত হবে। বেইমান বিশ্বাসঘাতকের দল পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উমাপতি। কি যে বলছ বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারছি না। যাক, বিয়ের কবে দিন ঠিক করলে?

জগৎ। বিয়ের দিন? ওঃ উমাপতি, তোমাকে কি যে বলব—তুমি বিশ্বাস কর, এ আমি চাইনি।

উমাপতি। স্পষ্ট করে বল জগু।

জগৎ। তাহলে শোন। আমার ছেলে তার বাপ-মায়ের মুখে কলঙ্কের কালি লেপন করে এক বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছে।

উমাপতি। এ তুমি কি বলছো জগু? তোমাকে যে আমি কত ভালবাসতাম। এই তার প্রতিদান? একটা সরল নিষ্পাপ কচি মেয়ের এইভাবে সর্বনাশটা না করলে কি তোমার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হতো?

জগৎ। তুমি বিশ্বাস কর উমাপতি। আমি আগে যদি এর বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারতাম—

উমাপতি। থাক—থাক, ওসব ভনিতা রেখে দাও। তুদিন আগে বললে হয়তো আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করে আমি ঠকতে চাই না। তুমি কি মানুষ?

জগৎ। বল—বল, তোমরা যা খুশি বল। যদি দরকার হয় আমার এই উঁচু মাথাটা আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও, আমি কোন কথা বলবো না।

উমাপতি। বলবে কোন মুখে? নিশ্চয় অর্থের লোভে বামুনের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়েছ। নইলে এই অসবর্ণ বিয়ে দিতে পারতে?

জগৎ। না। আর পারি না বলেই তাকে আমি কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি। এর পরও তোমরা বলবে আমি অপরাধী?

উমাপতি। থাক, আর নিজের মহত্বটা জাহির করো না। মানুষ যে মানুষের এতবড় ক্ষতি করতে পারে, এ আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি।

জগৎ। উমাপতি!

উমাপতি। আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি ভাই। কিন্তু তুমি কেন এভাবে আমার ক্ষতি করলে?

জগৎ। থাক ভাই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তুমি অন্য কোন জায়গায় তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। অবশ্য যত টাকা লাগে আমিই তা বহন করব।

উমাপতি। থাক, জুতো মেরে আর গরুদান নাই বা করলে!

জগৎ। শান্ত হও উমাপতি।

উমাপতি। শান্ত হবো? কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বুকের মাঝে যে দুঃখের দাবানল জ্বলছে—

জগৎ। আচ্ছা উমাপতি! যদি রমু-মার বিয়ে প্রদীপের সঙ্গে দেওয়া যায়?

উমাপতি। আবার লোভ দেখাচ্ছ?

জগৎ। না ভাই, লোভ দেখাচ্ছি না। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

উমাপতি। সেটা তোমার দয়া। তবে আর আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

জগৎ। তুমি তো জানো, এ জীবনে কোনদিন এই জগৎবল্লভ রায় হারেনি, আজও সে হারবে না—কিছুতেই না।

উমাপতি। জগু!

জগৎ। যেমন কোরেই হোক এ বিয়ে দেবোই। তাতে যদি আকাশ থেকে একটা বজ্র এসে আমার মাথায় আঘাত করে, তাও আমি হাসিমুখে সহ্য করব। তবু ওই অপদার্থের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো— মুক্তোর মালা মানুষের গলায়ই সাজে।

উমাপতি। তাহলে—

জগৎ। হ্যাঁ, যাও উমাপতি, তুমি আর কোন দ্বিধা করো না। এই মাসে সামনের লগ্নে প্রদীপের সঙ্গেই আমার রমুমার বিয়ে হবে।

উমাপতি। বেশ, তোমার কথাই আমি বিশ্বাস করে বাড়ি চললাম। রাগের বশে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি, সেজন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই!

জগৎ। যাও, তুমি নিশ্চিন্ত।

উমাপতি। আচ্ছা চলি ভাই। [প্রস্থান।

জগৎ। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল, তবু উমাপতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যাক। প্রদীপ—প্রদীপ!

[প্রদীপের প্রবেশ। বয়স ২৩/২৪]

প্রদীপ। কি বলছো বাপী?

জগৎ। বোস ওই চেয়ারটায়। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

প্রদীপ। কি কথা বাপী?

জগৎ। বি-এসসি পাশ করে কি করবি স্থির করলি?

প্রদীপ। এম-এসসি পড়তে চাই, অবশ্য যদি চান্স পাই।

জগৎ। বেশ, তাতে আমি আপত্তি করবো না। তবে একটা কথা।

প্রদীপ। বলো।

জগৎ। আমার অনেক আশা ছিল, তোর দাদামণির বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনবো। তাই উমাপতির মেয়েকে দেখে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

প্রদীপ। শুনেছি।

জগৎ। কিন্তু সে হতভাগা তো আমার পবিত্র বংশের মুখে কালিমা লেপন করে আমার প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা করে, বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছে। তাই আমি চাই, তুই আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে উমাপতির মেয়েকে বিয়ে কর।

প্রদীপ। এ তুমি কি বলছো বাবা?

জগৎ। কেন?

প্রদীপ। সে যে দাদার বাগদত্তা। আমার পক্ষে এ বিয়ে করা অসম্ভব।

জগৎ। তার মানে? তোরা কি সবাই মিলে যুক্তি করে আমাকে

আসামীর কাঠগড়ায় তুলতে চাস? নাঃ, দেখছি পৃথিবীটাই বেইমানে ভরে গেছে। নইলে নিজের ছেলে—সেও আমাকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করতে চায়?

প্রদীপ। বাপী!

জগৎ। থাক—থাক, আর অত আদরে দরকার নেই। শুধু একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই—তোরা কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিতে চাস না?

প্রদীপ। বাবা—

[জগৎবল্লভের মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

জগৎ। কি, কথা বলছিস না যে?

প্রদীপ। প্রদীপ আজ নিভে গেছে বাবা, আর কোনদিন সে জ্বলবে না। অবিচারের ঝড়ে তার দাহিকা শক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে। সে মূক হয়ে গেছে।

জগৎ। এ তুই কি বলছিস?

প্রদীপ। ঠিকই বলছি। তোমার কথায় আমি রাজী। আয়োজন কর। দাদার বাগদত্তাকেই আমি বিয়ে করবো। কারণ আমাকে যে আমার ঋণ শোধ করতেই হবে।

জগৎ। প্রদীপ!

প্রদীপ। হ্যাঁ বাপী! আমি সন্দীপ নয়, প্রদীপ। আমি স্বাধীন নয়, পরাধীন। তাই আমি সোনার পিঞ্জরে বন্দী। একজন তোমার বিচারে হাহাকার করে হাসিমুখে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একজনই বা বাদ থাকে কেন? দাও, তাকেও হাহাকারের কারাগারে বন্দী করে দাও।

জগৎ। আমি কি শুধু তোদের খারাপই করে আসছি?

প্রদীপ। কে বললে? আমার ভালর জন্যেই তো আমার দাদামণিকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছো।

জগৎ। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল অনেক ভাল। যে হতভাগা আমার অসম্মান করেছে, তাকে আমি কাণাকড়িও দেবো না।

প্রদীপ। সত্যই তো, অন্যায় করেছে বলে, সে এই বংশের কি কেউ হতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু বাপী, এ বংশের কেউ তো কোনদিন অন্যায় করেনি, কিন্তু আজ সেই বা করল কেন?

জগৎ। কোন কথার উত্তর দিতে চাই না। শুধু মনে রাখিস, আমার নাম জগৎবল্লভ রায়, আমি কোনদিন কারো বেয়াদবি সহ্য করিনি, আর ভবিষ্যতেও করবো না। যদি কর, তাহলে ওই হতভাগার মত রাস্তার বুকে তোকেও আশ্রয় নিতে হবে।

[সদম্ভে প্রস্থান।

প্রদীপ। সে যে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু একি করলে ভগবান? আমার দাদার বাগদত্তাকে আমায় বিয়ে করতে হবে? এর চেয়ে কেন আমার মৃত্যু হলো না। হে ভগবান! আমি কিছু চাই না, শুধু আমার মৃত্যু এনে দাও—মৃত্যু।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা নামিয়া আসিল।]

দ্বিতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কলকাতার একটি জরাজীর্ণ বস্তিবাড়ি।

[চারিদিকে নোংরার স্তূপ। পর্দা সরিতেই দেখা গেল, একটি ঘরে রবি পাগলা বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে]

রবি। উঃ, মানুষ সম্মানের জন্যে নিজের ছেলেকেও বাড়ি থেকে দূর করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সব অমানুষ। নইলে কলকাতার বুকে এত অনাচার অবিচার আগে কি কোনদিন ছিল? পার্কে বসে রাতের অন্ধকারে চলে—

[পরিশ্রান্ত সন্দীপ প্রবেশ করে]

সন্দীপ। একি কাকাবাবু, আপনি এখানে বসে আছেন? সকাল থেকে কিছু খেয়েছেন?

রবি। কি আর খাব বাবাজী! আমার যা ছিল তার সবই তো এক এক করে খেয়ে নিয়েছি। আচ্ছা তুমি বলো তো বাবাজী, একজনের খাবারে কখনো তিনজনের পেট ভরে?

সন্দীপ। তা কি কোনদিন ভরতে পারে! আপনি কাদের কথা বলছেন কাকাবাবু?

রবি। বলছি আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের কথা। জান বাবাজী, এখন আমার শুধু মনে হয়, কি হবে আর খেয়ে। এবার আস্তে আস্তে গন্তব্যস্থানে যেতে পারলেই ভাল।

সন্দীপ। একথা বলছেন কেন কাকাবাবু? কিসের জন্যে এত দুঃখ?

রবি। দুঃখ আমার জন্যে নয়, দুঃখ হয় শুধু তোমাদের নিয়ে। তোমরা সব জমিদারের আদরের পুত্র এবং পুত্রবধূ। আর আজ—

[দীর্ঘশ্বাস ফেলিল]

সন্দীপ। আর আপনি কোনদিন আমাকে জমিদারের ছেলে বলে মনে করিয়ে দেবেন না। কারণ ওই কথাটা মনে হলে আমি হয়তো আর কোনদিন মুটেগিরি করতে পারবো না।

রবি। কি বলছো বাবাজী! তুমি মুটেগিরি করছো?

সন্দীপ। হ্যাঁ কাকাবাবু। এই কটা দিন সারা কলকাতা ঘুরেও সৎভাবে বেঁচে থাকার মত একটা চাকরিও পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে এই পথই বেছে নিলাম। আপনি যেন কল্পনাকে বলবেন না কাকাবাবু, তাহলে ও হয়তো ভীষণ কষ্ট পাবে।

রবি। বেশ। তুমি যখন বলতে নিষেধ করছো, বলবো না। আচ্ছা বাবাজী! আমিও কি পারব না তোমার সাথে মুটেগিরি করতে?

সন্দীপ। সে হয় না কাকাবাবু।

রবি। কেন হয় না? তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে যদি মুটেগিরি করতে পার, আমি আমার মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে কেন সে কাজ করতে পারবো না?

সন্দীপ। আমাদের জন্যে আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে পরিশ্রম করবেন? আচ্ছা কাকাবাবু, আপনার হারিয়ে যাওয়া সোনা আজ যদি বেঁচে থাকতো, সে কি আপনাকে এ বয়সে পরিশ্রম করতে দিত?

রবি। বলছিলাম, যা দিনকাল পড়েছে, তাতে একজনের উপার্জনে কি সংসার ঠিকমত চালানো সম্ভব? তাই—

সন্দীপ। না-না, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না কাকাবাবু।

রবি। বেশ, তাই হবে বাবাজী। কিন্তু এই ঘরের অবস্থা যা দিনের

পর দিন হয়ে আসছে, হয়তো কোনদিন আমরা সবাই মিলে চাপা পড়ে মরে থাকবো।

সন্দীপ। কিন্তু এত কম ভাড়ায় ঘর তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আচ্ছা কাকাবাবু, কল্পনাকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

রবি। আর বলো কেন বাবাজী! দেখগে, বাড়ির পেছনের জঞ্জালগুলো হয়তো পরিষ্কার করছে। তুমি বিশ্রাম নাও, আমি দেখি।

[প্রস্থান করিল রবি। জামা খুলিয়া দড়িতে রাখিল সন্দীপ। এমন সময় ব্যস্ত সহকারে কল্পনার প্রবেশ, পরনে আধময়লা শাড়ি]

কল্পনা। এর মধ্যেই অফিস থেকে ফিরে এলে যে! শরীর খারাপ না কি গো?

সন্দীপ। না, শরীর খারাপ হবে কেন?

কল্পনা। তবে?

সন্দীপ। বুঝতে পারছো না?

কল্পনা। না বললে কি করে বুঝবো।

সন্দীপ। তবে শোন। তাড়াতাড়ি এসেছি আমার কল্পনাকে দু'চোখ ভরে দেখবো বলে। যেমন করে কপোত দেখে কপোতীকে, চাতক দেখে—

কল্পনা। দুষ্টু কোথাকার! অফিস থেকে পালিয়ে এসে কাব্য করা হচ্ছে! যাক, তুমি এখন বসো, আমি ওদিককার কাজগুলো সেরে চট করে আসছি।

[প্রস্থানোদ্যতা হইল। সন্দীপ তাহার হাত ধরিল]

কল্পনা। তুমি দিনের পর দিন এত ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো না, কি বলব?

সন্দীপ। যাক। তোমাকে আমি একটা কথা বলবো।

কল্পনা। কি কথা গো?

সন্দীপ। দারুণ কথা।

কল্পনা। বল না গো কি কথা।

সন্দীপ। ভীষণ কথা।

কল্পনা। বলবে তো না কি?

সন্দীপ। বলি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কল্পনা। ঘরটার পেছনে এত অপরিষ্কার হয়েছিল না, কি বলব!

সন্দীপ। কাকাবাবু তো বলছিলেন, এ ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্ত জায়গায় ঘর দেখতে। কিন্তু এত কম টাকায় কি ঘর পাওয়া যাবে?

কল্পনা। না পাওয়া গেলেও চেষ্টা করতে হবে। সত্যি আমার এখানে ভাল লাগছে না; তার ওপর বাড়িওয়ালা মোটেই ভাল লোক নয়।

সন্দীপ। কেন?

কল্পনা। বাবা বলছিলেন, ও লোকটা নাকি বহু মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। তাই আমার বড় ভয় হয়—

সন্দীপ। না—না, তোমার কোন ভয় নেই কল্পনা। আমি তো বেঁচে আছি। কেউ শত চেষ্টা করলেও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কল্পনা। হ্যাঁ গো, তোমার কাঁধের কাছে জামাটা কি করে ছিঁড়ে গেল?

সন্দীপ। কই না তো।

[লুকাইবার চেষ্টা করিল]

কল্পনা। সত্যি বল না গো কি হয়েছে?

সন্দীপ। না-না, কিছু হয়নি। বাসে উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগে একটু ছিঁড়ে গেছে।

কল্পনা। তোমার সবতাতেই ওইরকম। একটু চিন্তা করে কাজ করবে না!

সন্দীপ। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন বল তো?

কল্পনা। ব্যস্ত কি আর অমনি হচ্ছি! একে তো এই শরীরের অবস্থা—

সন্দীপ। আমার শরীরের ওপর তো খুব লক্ষ্য রেখেছ। আর নিজের শরীরের কথাটা একবারও কি চিন্তা করেছ?

কল্পনা। কেন, আমার শরীরটা কি এমন খারাপ হয়েছে? আমি তো ভালই আছি।

সন্দীপ। হ্যাঁ, কেবল দুটো ডানা নেই, নইলে কোনদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে পড়তে।

কল্পনা। না গো, না; এখন তো এরকম হবেই।

সন্দীপ। মানে?

কল্পনা। মানে নয় মশাই, শুভ সংবাদ।

সন্দীপ। শুভ সংবাদটি কি?

কল্পনা। এবার থেকে না আমরা দুজন থেকে তিনজন হবো, বুঝলে?

[খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

সন্দীপ। আরে তাই নাকি? তাহলে সংবাদটা তো একটু আগে থেকে দিতে হয়! যাকগে। আচ্ছা, বল দেখি—আমাদের ছেলে হবে, না মেয়ে হবে?

কল্পনা। ছেলে।

সন্দীপ। আমারও অনেকদিন থেকে আশা ছিল, আমাদের বেশ সুন্দর

ফুটফুটে একটা ছেলে হবে। তাকে তুমি নিজে হাতে সাজিয়ে স্কুলে পাঠাবে, আর আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকব। আজ ভগবান আমার সেই আশা পূর্ণ করতে চলেছেন।

কল্পনা। আমি কিন্তু চাইনি যে এত তাড়াতাড়ি তোমার আমার মাঝে যে-কেউ এসে আমাদের ব্যবধানটাকে বাড়িয়ে তুলুক।

সন্দীপ। কেন কল্পনা?

কল্পনা। তাহলে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে হয় তো তোমার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবো না।

সন্দীপ। এতদিন তো রেখেছিলে, তাই যথেষ্ট। আর নারীর সবচেয়ে গৌরবময় পরিচয় হচ্ছে তার মাতৃত্বে। যাকগে, কাকাবাবু কোথায় গেলেন?

কল্পনা। বাবা বাজারে গেছেন।

সন্দীপ। সত্যি লোকটা বড় অদ্ভুত। এত ভালমানুষ আমি এর আগে কোথাও দেখিনি। সেদিন যদি কাকাবাবু আমাদের আশ্রয় না দিতেন, তাহলে হয় তো আমরা পথেই মারা যেতাম।

কল্পনা। তাই তো ওঁকে নিজের বাবা বলেই মনে করি।

সন্দীপ। জানো কল্পনা! এই কদিন হলো বাড়ির সকলের জন্যে মনটা বড় কেমন করছে।

কল্পনা। আমারও সেই অবস্থা। কেবল দাদার কথা মনে হচ্ছে। হয় তো দাদাকে আর কেউ আমার মত যত্ন করে ওষুধ খাওয়াবে না, রান্নাও হয় তো খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু কি করব।

সন্দীপ। যারা আমাদের জন্যে একটুও ভাবলো না, আজ আমরা তাদের জন্যেই ভাবছি।

[দীর্ঘশ্বাস ফেলিল]

কল্পনা। নাঃ, আমি যাই। তুমি বসো লক্ষীটি, আমি ওদিকের কাজ সেরে এক্ষুনি আসছি।

[প্রস্থান।

সন্দীপ। বড় আশ্চর্য আমাদের সমাজ জীবন! বড় অদ্ভুত মানুষের মন! যে মায়ের গর্ভে দশমাস দশদিন তিল তিল করে বৃদ্ধিলাভ করেছি, বুকের রক্ত পান করে মানুষ হয়েছি, সেই মা-ও আমার সময় একবার দেখা করলো না। তবু দেখতে চাই—জীবনের ধারা কোন খাতে বয়ে চলে।

[প্রস্থানোদ্যত হইল। পর্দা নামিয়া আসিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জগৎবল্লভ রায়ের ড্রইংরুম।

[পর্দা সরিতেই দেখা গেল, জগৎবল্লভ বসিয়া আছেন। চেহারা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে]

জগৎ। যাক, এতদিন পরে আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। উমাপতির মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলেছি। তবুও আমি শান্তি পাচ্ছি না কেন? আমার সুখের প্রাসাদে যেন দুঃখের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

[অর্ধোন্মাদ শ্যামাপদ প্রবেশ করে]

শ্যামাপদ। আচ্ছা, এইটাই তো জগৎবল্লভবাবুর বাড়ি?

জগৎ। হ্যাঁ, এটাই। আমারই নাম জমিদার জগৎবল্লভ রায়।

শ্যামাপদ। নমস্কার।

[হাত তুলিয়া নমস্কার করিল]

জগৎ। নমস্কার।

[প্রতি নমস্কার জানাইল]

শ্যামাপদ। দেখুন, একটা কথা বলতে চাই।

জগৎ। বলুন।

শ্যামাপদ। আপনার ছেলে সন্দীপ আমার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে এবাড়িতে এনেছে। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

জগৎ। কিন্তু দেখা তো হবে না, আপনি যান।

শ্যামাপদ। না-না, দোহাই আপনার। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, একবার আমি তার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবো, আর কোনদিন এভাবে এসে আপনাকে বিরক্ত করবো না।

জগৎ। না-না, তারা কেউ এ বাড়িতে থাকে না।

শ্যামাপদ। কি বলছেন আপনি?

জগৎ। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তাদের আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্যামাপদ। এ্যাঁ—তাড়িয়ে দিয়েছেন?

জগৎ। হ্যাঁ। কেন দেবো না? যাকে কেন্দ্র করে এতদিন আমি সুখ-শান্তির স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই কিনা আমার মুখে—আমার বংশের মুখে কালি দিলে!

শ্যামাপদ। ওঃ, কত আশা নিয়ে এতদূর পথ ছুটে এলাম, তবু তার দেখা পেলাম না। ওরে মা! আমি কি এত জঘন্য অপরাধ করেছি, যার জন্যে তুই এই পাগলা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করলি না?

[কাঁদিতে লাগিল]

জগৎ। থামুন। কেঁদে কোন লাভ হবে না।

শ্যামাপদ। কাঁদবো না, যদি জানতে পাই মেয়েটা সুখে আছে।

জগৎ। সুখ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! অপরের ঘরে আগুন জালিয়ে কোনদিন কেউ সুখভোগ করতে পারে না।

শ্যামাপদ। কি বলছেন? অপরের—

জগৎ। হ্যাঁ। অপরের ছেলেকে ঘিরে সবুজ স্বপ্ন দেখতে আপনার মানবতায় বাধে না?

শ্যামাপদ। মানবতা কাকে বলে তা আমি জানি না রায়সাহেব, তবে আমিও আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি—

জগৎ। থামুন। জীবনে কোনদিন কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অভ্যস্ত নই। আপনার ওই মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরও দেবো না।

শ্যামাপদ। গরীব ব্রাহ্মণ আমি। আপনার কাছে কোন মিথ্যা কথা বলতে চাই না। আপনি বিশ্বাস করুন, সন্দীপের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে দেবো, এমন ইচ্ছা আমার কোনদিনই ছিল না। কিন্তু—

জগৎ। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করব, এমন লোক আমি নই। আপনি যেতে পারেন।

শ্যামাপদ। বেশ। দেখা যখন হলো না, চলেই যাচ্ছি। আর কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

[প্রস্থানোদ্যত]

জগৎ। দাঁড়ান। আপনি নিশ্চয় আমার কথায় খুব দুঃখ পেয়েছেন, তাই না?

শ্যামাপদ। না রায়সাহেব, দুঃখ দিয়েই তো আমাদের জীবনটা গড়া, তাই কোন দুঃখই বোধ করিনি আপনার কথায়। দুঃখ শুধু এই—সারা জীবন ধরে তিল তিল করে যে খেলাঘর গড়েছিলাম, ক্ষণিকের ঝড়ে তা ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। আজ আর কেউ নেই, কিছু নেই।

[কাঁদিতে লাগিল]

জগৎ। মেয়ের জন্যে কাঁদছেন আপনি। ছেলের জন্যে আমারও কি প্রাণ কাঁদে না? কিন্তু বংশের মান-মর্যাদা বজায় রাখতে, ছেলেকেও তাড়াতে হলো। আমায় ক্ষমা করুন চক্রবর্তী।

শ্যামাপদ। ক্ষমা? না-না, আমি গরীব বামুন। আমি কি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি? যাক, এ নিয়ে কিছু মনে করবেন না। আপনার কথায় একটুও আঘাত পাইনি। আমি যাই।

[সজল চোখে প্রস্থান।

জগৎ। অদ্ভুত মানুষ। আমি কত কটু কথাই না বললাম, তবু কোন রাগ দেখতে পেলাম না। জানি না ভগবান ওদের কি দিয়ে তৈরি করেন।

[উমাপতির প্রবেশ]

উমাপতি। এই যে জগু, এলাম বিয়ান কেমন আছে দেখতে। তুমি কেমন আছ ভাই?

জগৎ। বুকের মাঝে ভিসুভিয়াসের তপ্ত লাভাস্রোত নিয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা শেষ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল উমাপতি।

উমাপতি। তুমি এর মধ্যেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছো কেন বলতে পার? আমরা থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

জগৎ। হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন করে মুমূর্ষু মানুষের দম শেষ হয়ে যায়, তেমনি করেই সব ঠিক হবে।

উমাপতি। তুমি বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলছ। এর মধ্যেই ধৈর্য হারাবার মত কি হয়েছে?

জগৎ। কি হয়নি বলতে পার উমাপতি? যার বড় ছেলে চরিত্রহীন,

জোয়ান ছেলে বিয়ের পর থেকে যেন বোবা হয়ে যায়, স্ত্রী যার মৃত্যুশয্যায়, এর পরও সে কি আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে বলতে পার?

উমাপতি। আচ্ছা চল, দুজনে ভেতরে যাই। বেয়ানকে দেখে আসি।

জগৎ। কিছু মনে করো না ভাই। তুমি যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

উমাপতি। ঠিক আছে। তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমিই যাই।

[প্রস্থান।

জগৎ। শুধু উপদেশ আর অভিযোগ। কিন্তু কেউই আমার আসল কথা বুঝলো না। অর্থের অহঙ্কারে, আভিজাত্যের নেশায় আমি সেদিন ছেলেকে পথে বার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝিনি, এই ভুলের জন্যে আমার মনের ব্যথা আরও শতগুণ হয়ে যাবে।

[রসিকের প্রবেশ]

রসিক। বাবাজী! তুমি শীগগির চল একবার। আমার নমু-মা যে আর কথা বলছে না। কাকে যেন খুঁজছে।

জগৎ। তাতে আমি কি করব? বাহাদুরকে দিয়ে ডাক্তারকে একবার কল দিন। যান, আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

রসিক। এঁ্যা—বিরক্ত করছি? কিন্তু আমার নমু-মা চলে যাচ্ছে—ওরে নমু রে, তুই আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি রে!

[মায়াকান্না কাঁদিতে লাগিল]

জগৎ। উঃ, অসহ্য! চুপ করুন। অতই যদি ভাগ্নির জন্যে দুঃখ হয়, তবে তার কাছে গিয়ে কাঁদুনগে যান। যতসব অপদার্থের দল আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

রসিক। কি বললে? আমি অপদার্থ! ওরে কেলো ভুলো ওরে

গোবরা নন্টে বিন্টে অটলা পটলা! তোরা থাকতে আজ আমাকে জামাইয়ের মুখ থেকে এই কথা শুনতে হলো রে!

[জোরে কাঁদিতে থাকে]

জগৎ। কি মুশকিল! আমার অন্যায় হয়েছে, একটু চুপ করুন।

রসিক। বলি চুপ করবো কেন? আমাকে অপমান করলে আমি কাঁদবো না?

জগৎ। যান, ভেতরে গিয়ে দেখুন নমিতা কেমন আছে।

রসিক। এই রে! একেবারে ভুলে গিসনু। ওরে নমি রে, তুই কোথায় যাবি রে—

[মায়াকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

জগৎ। উঃ ভগবান! আর আমি পারি না। আমার সবই তো শেষ হয়ে গেছে, তবে আমাকে আর কেন বাঁচিয়ে রাখছ?

[এমন সময় প্রদীপ বাড়ির ভিতরে যাইতেছিল। জগৎবল্লভ ডাকিল]

জগৎ। প্রদীপ! শোন—

প্রদীপ। বলো।

জগৎ। তুই সন্দীপের ঠিকানা জানিস?

প্রদীপ। ওপাড়ার শেখরদা জানে। কেন, তাদের কি পুলিশ দিয়ে এ্যারেষ্ট করতে চাও, না গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে খুন করতে চাও?

জগৎ। না রে না। জীবন-যুদ্ধে আজ আমি পরাজিত। তাই তুই গিয়ে তাদের তোর মায়ের অসুখের কথা বলে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রদী। [বিস্ময়ে] বাপী!

জগৎ। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। ভুল আমিই করেছিলাম। তাই সেদিন

ওদের বিয়ে মেনে নিতে পারিনি। ভুল যদি না করতাম, তাহলে বোধহয় আজ সংসারের রূপটা বদলে যেত।

প্রদীপ। যাক, তুমি চিন্তা করো বাপী। যেমন করেই পারি ওদের আমি ফিরিয়ে আনব। যদি স্বেচ্ছায় না আসে, দাদার পায়ে ধরে অনুরোধ করব।

[নেপথ্যে কান্নার আওয়াজ]

জগৎ। যাঃ, সব শেষ হয়ে গেল রে, সব শেষ হয়ে গেল। নমিতা! তুমি আমার দুঃখের দিনে আমাকে ফেলে চলে গেলে? নমিতা— নমিতা—

[শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল]

প্রদীপ। মা গো! আমরা কি নিয়ে বাঁচবো মা? উঃ, মা—মা, মা গো—

[চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পর্দা নামিয়া আসিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতার পূর্ববর্ণিত বস্তিবাড়ি।

[পর্দা সরিতেই দেখা গেল, রবি পাগলা একা ছোট ছেলেকে লইয়া আদর করিতেছে]

রবি। সোনা মাণিক আমার! কেন তুই এত রূপ নিয়ে এ পৃথিবীতে এলি বাবা? ওরে, এখানে রূপের চেয়ে রূপোর দাম অনেক বেশী। তাই তো আজ পৃথিবীর রং বদলে গেছে মাণিক।

[কল্পনার প্রবেশ। শরীর পূর্বাপেক্ষা রোগা]

কল্পনা। বাবা! আপনি সকাল থেকে খোকনকে নিয়ে বসে আছেন, খাওয়া-দাওয়ার নামটি নেই। আমাকে কি পাগল করবেন?

রবি। নাঃ, আমার পাগলি মেয়েটা দেখছি সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে। আচ্ছা মা! এই বুড়ো বয়সে দাদুভাই ছাড়া আর আমার কে বন্ধু হবে বলতে পারিস?

কল্পনা। বাবা!

রবি। এই আটটা মাস আমি যে আমার দাদুভাইকে নিয়েই ভুলে আছি মা।

কল্পনা। কিন্তু আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। খোকনের জন্মের পর থেকেই একটা রোগ আমার লেগেই আছে। আর ওই আপন-ভোলা মানুষটা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে খেটে একেবারে কঙ্কালসার হয়েছে। দেখলে চোখ ফেটে জল আসে।

রবি। সত্যি মা, আমার জামাইয়ের মত ছেলে হয় না। অমন সৎ মানুষ আমি আমার ~~আমার~~ জীবনেও দেখিনি।

কল্পনা। তাই তো আমার দুঃখ হয় বাবা। এমন দেবতার মত স্বামীকে আমি একদিনের জন্যেও একটু শান্তি দিতে পারলাম না।

রবি। তুই কিছু চিন্তা করিস না মা। দেখবি ভগবান সব ঠিক করে দেবে।

কল্পনা। কি জানি, আমার মত মেয়ের কপালে কি সুখ আছে?

রবি। আছে রে, আছে। তুই দেখিস, আমাদের দাদুভাই অনেক লেখাপড়া শিখবে, মানুষের মত মানুষ হবে, তখন তোদের দুঃখ মোটেও থাকবে না।

কল্পনা। সেই আশাতেই তো বুক বেঁধে আছি বাবা। তবু মনটা আমার কিছুতেই যেন মানছে না।

রবি। সে কি! একথা বলছো কেন?

কল্পনা। যে রায়বাড়ির অতি আদরের ধন, সে আজ পেটভরে খেতে পায় না। এর জন্যে দায়ী তো আমিই।

রবি। দূর পাগলি! এ পৃথিবীতে কেউ কারোর জন্যেই দায়ী নয়। তুই দাদুভাইকে ধর মা। আমি একটু বাইরে থেকে আসছি। বিশেষ একটা কাজ আছে।

[বাচ্ছাটিকে কল্পনার কোলে দিয়া প্রস্থান করিল রবি। ঠিক সেই সময় এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে ধীর পদক্ষেপে রসময় প্রবেশ করিল]

রসময়। এ কি রে বাবা, এরা কি কেউ বাড়িতে নেই, না কি?

কল্পনা। আজ্ঞে না। একটু বাইরে গেছে।

রসময়। ও, তুমি রয়েছ? যাক, ভালই হয়েছে। তোমাকে যে এ সময় একা পাব ভাবতেই পারিনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে এ ছেলেটি কার?

কল্পনা। কি বলতে চান?

রসময়। অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। শুধু এইটুকুই বলতে চাই, আমার বাড়িভাড়ার টাকাটা কবে পাব?

কল্পনা। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, টাকাটা আপনি নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।

রসময়। আবার অপেক্ষা করতে হবে? না-না, সে আমি পারবো না।

কল্পনা। নইলে যে উপায় নেই। কি কষ্টে যে আমাদের দিন চলছে তা বোঝাতে পারবো না।

রসময়। [একগাল হাসিয়া] আরে, আমি তো তোমাদের কষ্ট হচ্ছে বলেই চলে এলাম। আহা, এত কষ্ট কি সহ্য হয়! একটা ফুটন্ত গোলাপ শুকিয়ে যাবে আর আমি চুপ করে থাকব?

কল্পনা। তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি?

রসময়। বলছি, তোমার মত মুক্তোর মালা কি ওই বাঁদরের গলায় মানায়? তাই বলছি—

[সামান্য অগ্রসর হইল]

কল্পনা। রসময়বাবু!

[ভয়ে ও বিস্ময়ে একটু সরিয়া গেল]

রসময়। হ্যাঁ, তোমার আর কোন কষ্ট আমি রাখব না। এরপর থেকে শুধু বসে বসে তুমি হুকুম করবে, আর সকলে তা পালন করবে। আমি যে তোমায় কত ভালবাসি।

কল্পনা। এ আপনি কি বলছেন?

রসময়। আমি ঠিকই বলছি। আমার এই পাকা চুল দেখে তুমি যদি ভাব বুড়ো হয়ে গেছি, ভুল করবে। বাতের ব্যথায় আমার এই

চুলগুলো পেকে গেছে। নইলে আমার বয়স আর কত! যাক, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, এখনই যেতে হবে।

কল্পনা। যেতে হবে? কোথায়?

রসময়। হেঃ-হেঃ-হেঃ—বুঝতে পারছো না! আমার যে একটা সুন্দর ছিমছাম ঘর আছে, সেইখানে।

কল্পনা। না, আমি আমার ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

রসময়। আরে ভাবছো কেন? শুধু কি ঘরখানা? সেখানে সুন্দর পালঙ্কে বিছানা পাতা আছে। তার ওপর তুমি আর আমি—হেঃ-হেঃ-হেঃ। মানে, দুজনে মধুনিশি যাপন করবো। কি হলো? দাঁড়িয়ে আছো কেন? ও—বুঝেছি। তুমি বোধহয় তোমার ছেলের কথা ভাবছো? না-না, ভাববার কিছু নেই। ওকে একটা অনাথ আশ্রমে দিয়ে—

কল্পনা। [রাগের সহিত] থামুন। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে, আমি এই বাংলার মেয়ে। আমাদের কাছে যারা সাহায্যপ্রার্থী হয়, আমরা তাদের নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও সাহায্য করি। কিন্তু যারা লালসার হাত বাড়ায়, তাদের আমরা সাপের মত ছোবল মারি।

রসময়। হেঃ-হেঃ-হেঃ! এটা কলকাতা শহর। এখানকার মেয়েদের চিনতে আমার বাকি নেই। তুমি তো তুমি। কত বড় বড় বাড়ির মেয়েরা, বৌয়েরা আমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে—

কল্পনা। কিন্তু আমি তাদের মত নই।

রসময়। সে কি আর বুঝি না। তবে এখানে জীবনকে যে যত উপভোগ করতে পারে, তার ততই আনন্দ। যাক, আমার দৃষ্টি যখন তোমার ওপর পড়েছে, তখন সহজে তুমি মুক্তি পাবে না। তাই বলছি স্বেচ্ছায় তুমি রাজী হও তো ভাল; নচেৎ জোর করে—

কল্পনা। আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। নইলে—

রসময়। নইলে কি করবে শুনি?

কল্পনা। আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।

রসময়। হেঃ-হেঃ-হেঃ! চিৎকার করেও কোন লাভ হবে না সুন্দরী। কারণ সকলেই রসময় সান্যালকে চেনে।

কল্পনা। আপনি কি মানুষ? আপনার লজ্জা করে না?

রসময়। লজ্জা? হেঃ-হেঃ-হেঃ! কিসের লজ্জা? নিজের সহজাত অধিকার চাইতে লজ্জা কিসের? যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চলে এস আমার সঙ্গে—

[কল্পনার দিকে অগ্রসর]

কল্পনা। খবরদার! আর এক পা এগুলেই আমি আপনাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো! ভাল চান তো চলে যান। আমার স্বামী যদি একথা শোনে তাহলে আপনাকে সে কুকুরের মত গুলী করে মারবে।

রসময়। হেঃ-হেঃ-হেঃ! রসময় সান্যাল এ পৃথিবীতে মরবার জন্যে আসেনি। সে এসেছে এই পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধকে উপভোগ করতে। আর তাছাড়া তোমার জন্যে আমি মরতে রাজী আছি। তুমি শুধু আমায় একবার ধরা দাও।

[পুনঃ অগ্রসর হইল। কল্পনা সভয়ে পিছাইয়া গেল]

কল্পনা। না—না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার এমন সর্বনাশ আপনি করবেন না। আমি আপনার মেয়ের মত।

রসময়। মেয়ের মত? হেঃ-হেঃ-হেঃ! ওসব কথা শুনে তো

আমার মন ভরবে না প্রেয়সী। ওসব কথা বলে আমার কাছে বিশেষ কিছু সুবিধেও হবে না। এদিকে এস সুন্দরী—

[সহসা কল্পনার হাত ধরিয়া ফেলিল]

কল্পনা। ছাড়ুন—ছেড়ে দিন নরপশু!

[রসময়ের হাতে কামড়াইয়া দিতেই হাত ছাড়িয়া দিল]

রসময়। বটে! এতবড় সাহস—আমায় আঘাত করা? আচ্ছা—

কল্পনা। এবার এগুলে এর চাইতেও বেশী শাস্তি পাবেন। যান, দূর হয়ে যান। আমাকে মুক্তি দিন।

রসময়। দূর হয়ে যাবার জন্যে তো আমি আসিনি। আর মুক্তি? আমার নাম রসময় সান্যাল। আমার কাছ থেকে কেউ কোনদিন মুক্তি পায়নি, আর তুমিও পাবে না।

কল্পনা। কেন, কি আমার অপরাধ? বলুন, উত্তর দিন।

[কাঁদিতে লাগিল]

রসময়। তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলে সময় নষ্ট করে আমি যে আমার বিপদ ডেকে আনব, অত বোকা আমি নই। চলে এস—এস বলছি—

কল্পনা। না, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে কিছুতেই যাব না। তাতে যদি আমাকে জীবন দিতে হয়, আমি রাজী।

রসময়। বেশ, তবে তাই হোক। [ছুরি বাহির করিল] এবার যদি বাঁচতে চাও তো চলে এস আমার সঙ্গে। নচেৎ তোমার জীবনটাই দিতে হবে সুন্দরী।

[ছুরি কল্পনার বুকের কাছে ধরিল]

কল্পনা। আপনার জীবনে কি দয়া-মায়া কিছুমাত্র নেই?

রসময়। দয়া? মায়া? না-না, ওসব কথা বলে আমার কাছে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। তাই বলছি, কোন গণ্ডগোল না করে চলে এস। তোমায় আমি দেবো এক নতুন জীবনের সন্ধান।

কল্পনা। চুপ কর শয়তান!

[রসময়ের গালে চড় মারিল]

রসময়। বটে, এত তেজ! আমিও রসময় সান্যাল। দেখ এর প্রতিশোধ কি ভীষণ—

[কল্পনাকে ছুরি মারিতে উদ্যত হইল। সহসা সন্দীপ প্রবেশ করিয়া রসময়ের হাত ধরিল। কিছুক্ষণ উভয়ের ধ্বস্তাধস্তি চলিবার পর দেখা গেল ছুরি রসময়ের বুকে বিদ্ধ হইয়াছে। রসময় আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল]

কল্পনা। [অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া] একি, খুন!

সন্দীপ। তুমি বিশ্বাস কর কল্পনা, আমি এঁকে খুন করতে চাইনি। সত্যি, এ আমি কি করলাম? আমি খুনী? আমি খুনী?

[বারবার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল]

কল্পনা। ওগো, একটু শান্ত হও। তুমি এখান থেকে এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও।

সন্দীপ। পালিয়ে যাবো? কেন?

কল্পনা। আমাদের পাশের বাড়িতে এই কিছুক্ষণ আগে দারোগাবাবু এসেছেন। হয়তো বেশী গণ্ডগোল শুনলে এখানেও আসতে পারেন। তাই তুমি চলে যাও।

সন্দীপ। না—না—না। বারবার মাথা নীচু করে চলে যাবো না। এবার আমি মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করব।

কল্পনা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] না গো না। তুমি যদি এখান হতে না যাও, তাহলে তুমি আমার মাথা খাবে। আমাদের খোকনের—

সন্দীপ। [বিস্ময়ে] কল্পনা!

কল্পনা। হ্যাঁ গো, সবাই তোমাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলে আঙুল বাড়িয়ে বলবে—ওই সেই খুনী আসামী! আমি সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না গো, কিছুতেই না।

সন্দীপ। বেশ, আমি যাবো। কিন্তু তুমি?

কল্পনা। আমার কথা ভেবো না। এ বিপদ থেকে তুমি উদ্ধার পেলে আবার আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারবো।

সন্দীপ। কল্পনা—

কল্পনা। না-না, আর দেরী করো না। যাও, তুমি যাও—

[সন্দীপকে জোর করিয়া ঠেলিতে লাগিল। ঠিক সেইসময় উদ্যত পিস্তল হাতে পুলিশ ইন্সপেক্টর রামলালের প্রবেশ]

রাম। হ্যাণ্ডস আপ। পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাতে বিপদ হবে।

সন্দীপ। আপনি—

রাম। আমি এখানেই আসছিলাম। রসময়বাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। কিন্তু এখানে এসে সব দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কল্পনা। এ তুমি কি করলে ভগবান! এ তুমি কি করলে?

[জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল]

রাম। আপনি কাঁদবেন না। একটু দয়া করে চুপ করুন।

কল্পনা। আমি কাঁদছি? না-না, আমি কাঁদছি না—কাঁদবো না।

[দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিল]

রাম। এ রাম সিং, হীরা সিং! ইধার আও। [দুজন লোক প্রবেশ করিল] লাশ ওঠাও।

[রসময়ের মৃতদেহ দুজনে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

রাম। চলুন সন্দীপবাবু, আমার সঙ্গে থানায় চলুন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কল্পনা। না-না, আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আমার স্বামীকে বাঁচান। আজ যদি আপনার বোন আপনার কাছে এমন করে মিনতি করতো, তাহলে কি আপনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন?

রাম। বোন? হ্যাঁ, জানেন—আমারও একটা বোন ছিল। কিন্তু সে হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে মারা গেল। তাই বোনের কথা শুনলে মনটা বড় শূন্য মনে হয়।

কল্পনা। আপনি আমার দাদা। আমাকে আপনার সেই বোন মনে মনে করেই এ বিপদ থেকে বাঁচান।

রাম। আমি তো একজন সাধারণ কর্মচারী। জানি না বোনের কথা রাখতে পারব কি না। তবে এটুকু বলতে পারি, চেষ্টা করব। চলুন সন্দীপবাবু।

[অগ্রসর হইল]

সন্দীপ। যাচ্ছি। যাবার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, দয়া করে তার উত্তরটা দেবেন ইন্সপেক্টার সাহেব?

রাম। বেশ, বলুন।

সন্দীপ। আজ আমাকে আপনি এ্যারেষ্ট করেছেন খুনী বলে। কিন্তু বলতে পারেন, কেন আমি খুনী? কেন আমার এই হাতদুটো রক্তাক্ত? আপনারা যারা সরকারের অনুদান পাওয়া শান্তিবাহিনী, তারা থাকতে কেন আমাদের মা-বোন-স্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়? কেন এইসব নরপশুর

দল টাকার বিনিময়ে নারীত্ব কেড়ে নিতে সাহস পায়? কেন আমরা শিক্ষিতের মানপত্র পাওয়া সত্ত্বেও চাকরি পাই না? বলুন, কেন—কেন?

রাম। কেন'র উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

সন্দীপ। কেন সম্ভব নয়? আজ আইনের চোখে হয় তো আমি খুনী। কিন্তু আপনিই বলুন, আমি কি অন্যায় করেছি? আমার চোখের সামনে ওই শয়তানটা আমার স্ত্রীর ইজ্জত কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তাই আমি স্থির থাকতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ওঁকে খুন করতে চাইনি।

রাম। আপনি আইনের চোখে অপরাধী হলেও, মানবতার দর্পণে নিষ্পাপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কিছুই করতে পারছি না। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমিও তো একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাই আজ আমাকে যা করতে হলো তা একমাত্র কর্তব্যের খাতিরে।

[রবির প্রবেশ। হাতে তার খেলনা]

রবি। দাদুভাই—দাদুভাই! এই দেখ, তোর জন্যে আমি একটা জিনিস—

[হঠাৎ পুলিশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল]

কল্পনা। [আর্তস্বরে] বাবা!

রবি। একি, কি হয়েছে মা? আমার ঘরে পুলিশ—কে কি করেছে?

রাম। সন্দীপবাবু খুন করেছেন রসময়বাবুকে।

রবি। খুন! না—না—না, এ হতে পারে না। আকাশের চাঁদকে মাটির বুকেও দেখা সম্ভব, কিন্তু আমার জামাই খুনী হতে পারে না।

রাম। চোখের সামনেই দেখুন সত্যি কি না।

রবি। হ্যাঁ, তাইতো—কিন্তু না—না, তবু আমি বলবো, এ মিথ্যা—এ ষড়যন্ত্র।

সন্দীপ। হ্যাঁ কাকাবাবু, খুন আমিই করেছি।

রবি। কি বলছো ? তুমি—

সন্দীপ। আমাকে এর জন্যে ক্ষমা করবেন কাকাবাবু! কল্পনা আর আপনার দাদুভাই এখানেই রইলো। আপনি এদের দেখবেন। চলুন ইন্সপেক্টারবাবু—

কল্পনা। ওগো, একবার দাঁড়াও। যাবার আগে তোমায় একটা প্রণাম করি।

[গলায় কাপড় দিয়া সন্দীপকে প্রণাম করিল]

সন্দীপ। এ তুমি কি করলে কল্পনা? একজন খুনীর পায়ে মাথা নত করলে ?

কল্পনা। না গো, না। তুমি অমন কথা বলে আমায় ছোট করো না। সবাইয়ের কাছে তুমি খুনী হলেও—আমার কাছে তুমি যে আমার আরাধ্য দেবতা। আর আমার দেবতা [illegible] চিরকালই আমার বুকের মাঝে থাকবে, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

[ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

সন্দীপ। যাবার বেলায় তোমার অশ্রুজলে আমার যাত্রাপথ তুমি ভিজিয়ে দিয়ো না কল্পনা। ভগবানকে জানাও, তিনিই এর বিচার করবেন। আসুন ইন্সপেক্টারবাবু।

রাম। চলুন।

[সন্দীপ সহ প্রস্থান।

কল্পনা। ওঃ—আমার জীবনের সব হারিয়ে গেল।

[আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল]

রবি। কাঁদিস না মা। কেঁদে আর কি হবে? এই দেখ না আমাকে। আমি কি কাঁদছি? না-না, আমি মোটেও কাঁদছি না—কাঁদবো না।

[ঝরঝর করিয়া দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিল। প্রবেশ করিল প্রদীপ]

প্রদীপ। আচ্ছা, এখানে কি সন্দীপ রায় থাকেন?

রবি। কেন বলুন তো? সে আপনার কেউ হয় নাকি?

প্রদীপ। হ্যাঁ, আমার দাদা। আমার মা কিছুদিন হলো মারা গেছেন। তাই আমি আমার দাদামণি আর বৌদিমণিকে নিতে এসেছি।

রবি। তোমার দাদা তো নেই। কিছুক্ষণ আগে একটা খুনের অপরাধে জেলে গেছেন। আর ওই তোমার বৌদিমণি।

প্রদীপ। বৌদিমণি—

[কল্পনাকে প্রণাম করিল]

কল্পনা। একি করছো ভাই?

প্রদীপ। কেন, আমি কি খুব অন্যায় করছি? একি, তোমার চোখে জল? কেঁদো না বৌদি! যা হবার তা তো হয়ে গেছে। চলো বাড়ি চলো। তোমার কোলেরও ছেলেটা কার বৌদিমণি?

কল্পনা। তোমার ভাইপো।

প্রদীপ। সত্যি? দাও—দাও, হতভাগাটাকে একটু বেশী করে বকে দিই। [খোকনকে কোলে লইয়া] দেখ দুষ্টু, আমি হলাম তোর কাকা। ওরে আমার সোনা—

[আদর করিয়া চুমু খাইল খোকনের]

কল্পনা। ঠাকুরপো—

প্রদীপ। আরে এখনও দাঁড়িয়ে আছো, তাড়াতাড়ি নাও।

কল্পনা। যার যাবার কথা সবার আগে, সেই যখন যাচ্ছে না—আমি কোন অধিকারে যাব বলতে পার?

প্রদীপ। কেন, রায়বাড়ির বড় বৌয়ের অধিকারে।

রবি। যা না মা। আজ আর অভিমান করে দূরে সরে থাকিস না। আজ তোর সব দায়িত্ব তুই হাসিমুখে পালন কর।

কল্পনা। আপনিও চলুন বাবা।

প্রদীপ। হ্যাঁ, আপনিও চলুন।

রবি। না—না, তা হয় না বাবা। আমাকে থাকতেই হবে। জীবনের খেলাঘরে যে হিসাব আমি পেয়েছিলাম, তাও যখন হারিয়ে ফেলেছি—তখন কি হবে মিথ্যে শূন্য দিয়ে জমার ঘরগুলো পূর্ণ করে। তার চেয়ে ওগুলো খালিই পড়ে থাক।

কল্পনা। এ তুমি কি বলছো বাবা?

রবি। আমার জন্যে তুই ভাবিস না মা। আমি এত সহজে মরবো না। তুই দেখিস, আমার দাদুভাইয়ের বিয়েতে আমি নিদবর হবোই।

কল্পনা। বাবা!

রবি। যা মা, যা; তাড়াতাড়ি করে সব গুছিয়ে নে। আমি আসছি।

[প্রস্থান করিল রবি। ঠিক সেই সময় শীর্ণ শরীরে জীর্ণ বস্ত্রে ভিখারীর বেশে প্রবেশ করিল কালো]

কালো। দুটো ভিক্ষে দেবে মা?

[কালোকে চিনিতে পারিয়া কল্পনা ও প্রদীপ অবাক হইয়া গেল]

উভয়ে। কালোদা!

কালো। একি বৌদিমণি, তুমি? ছোটদাদাবাবু? কে বললে ভগবান নেই। আছে—আছে, ভগবান তাহলে জগতে আছে।

কল্পনা। তুমি ভিক্ষে করো কালোদা?

কালো। হ্যাঁ গো বৌদিমণি, আমি ভিক্ষে করি। কিন্তু কেন করি জান?

কল্পনা। কেন কালোদা?

কালো। এই ভিখিরীর বেশ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যদি আমার বড়দাবাবু আর বৌদিমণির দেখা পেয়ে যাই। তা দেখছি, আমার ভিখিরী সাজা সত্যিই সার্থক হয়েছে।

প্রদীপ। তুমিও আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলো কালোদা।

কালো। যাবো বইকি ছোটদাদাবাবু, নিশ্চয়ই যাবো। আমার মামা-মামীমা সব ভাল আছে তো?

প্রদীপ। কয়েকদিন হলো মা মারা গেছে কালোদা।

কালো। কি বললে! আমার মামীমা মারা গেছে? আর মরবে না কেন? কারও বুক থেকে তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিলে, সে বাঁচবে কি করে! তোমাদের ওই ভদ্রলোকের জাতের পায়ে হাজার হাজার প্রণাম, হাজার হাজার—

[বারবার বলিতে লাগিল এবং দুই হাত কপালে তুলিয়া প্রণাম করিতে থাকিল কালো। কল্পনা ও প্রদীপ অবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

[জগৎবল্লভবাবুর ঘর। ঘরের মাঝে তক্তাপোষে শায়িত আছেন জগৎবল্লভবাবু। ডাক্তার সনৎ মুখার্জী তাঁর শরীর পরীক্ষা করিতেছেন। পাশে প্রদীপ ও কল্পনা দাঁড়াইয়া আছে। পায়ের কাছে বসিয়া রহিয়াছে কালো]

প্রদীপ। কেমন দেখছেন ডাক্তারবাবু?

সনৎ। দেখুন—অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়। একে হৃদরোগ, তার ওপর শরীর এবং মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তবুও যেমন চলছে, ঠিক ওইভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। চিন্তা করা একেবারে বন্ধ। এখন দরকার সম্পূর্ণ বেড-রেষ্টের।

প্রদীপ। হ্যাঁ, সেগুলো তো ব্যবস্থা করতেই হবে। বাবার শরীরটা আগে থেকেই একটু খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু নিদারুণ আঘাত পেলেন দাদার ব্যাপারে। কত নামকরা উকিল দিয়ে চেষ্টা করা হলো, কিন্তু খুনের অপরাধে দাদার হলো বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আর ওই সংবাদ শোনার পর থেকেই বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন।

সনৎ। আমি সব জানি মিঃ রায়। তাইতো ভয় হয়, অতিরিক্ত চিন্তায় হার্টটা যে-কোন মুহূর্তে ফেল করতে পারে।

প্রদীপ। তাহলে এখন কিছু ব্যবস্থা করবেন কি?

সনৎ। এখন উনি ঘুমিয়ে রয়েছেন। ব্যবস্থাটা একটু পরেই করবো। আপনি বরং আমার সঙ্গে একবার ডিস্পেনসারিতে আসুন। ওষুধগুলো নিয়ে আসবেন। বাকি কথাগুলো যেতে যেতে রাস্তাতেই বলা যাবে।

[প্রস্থান।

প্রদীপ। হ্যাঁ, চলুন। আমি আসি বৌদিমণি। তুমি সব সময়

বাবার কাছেই থাকবে। আর তুমি যাও তো কালোদা, বাড়ির ভেতর দেখ কি দরকার লাগে। আমি এক্ষুনি ওষুধগুলো নিয়ে চলে আসবো।

[প্রস্থান।

কালো। হ্যাঁ, আমি দেখে আসি, কেমন? তুমি এখানে চুপটি করে বসো বৌদিমণি!

[কালো বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কল্পনা জগৎবল্লভবাবুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর জগৎবল্লভবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল]

জগৎ। কে?

কল্পনা। আমি বাবা।

জগৎ। ও, আমার বড়মা! জানিস মা, আমি ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ঘুম ছাড়া কি কাজই আমার আছে? যা কাজ ছিল, তাও তো ভুল করে ফেলেছি। আর সেই ভুলের জন্যেই জীবনে একটুও শান্তি পেলাম না।

কল্পনা। বাবা!

জগৎ। হ্যাঁ মা, আমি অনেক বেশী চেয়েছিলাম কি-না। তাই কিছুই পেলাম না। তোদের ওপর যে অবিচার আমি করেছি, আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তা না হলে কেন জমিদার জগৎবল্লভ রায়ের ছেলে আজ খুনী? কেন তুই, আমার দাদুভাই—সবাই সামান্য খাবারের জন্যে কষ্ট পাস? সবই আমার অদৃষ্ট।

কল্পনা। সেকথা ভুলে যান বাবা।

জগৎ। বল মা, আমাকে তোর বুড়ো ছেলে মনে করে ক্ষমা করবি তো? তা না হলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না।

কল্পনা। এ আপনি কি বলছেন বাবা? আপনি আমাদের কাছে তো কোন অন্যায় করেননি।

জগৎ। করেছি মা, করেছি। তোদের দুটিকে আমি যে শাস্তি দিয়েছি—

কল্পনা। আমরা তাকে শাস্তি বলে মনে করিনি বাবা। আপনার আশীর্বাদ বলেই মনে করছি। আমরা জানতাম যে, যত অন্যায়ই করি না কেন, আপনি একদিন না একদিন আমাদের ক্ষমা করবেনই।

জগৎ। জানিস মা! তোর শাশুড়ি তোকে একবার দেখবার জন্যে আমাকে কত অনুরোধই না করেছিল। কিন্তু আমি সে অনুরোধ উপেক্ষা করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। তাইতো আজ আমি বড় একা রে মা, বড় একা।

কল্পনা। কে বললে আপনি একা? আমরা তো আছি।

জগৎ। হ্যাঁ, আছিস—আছিস। আজ যে আমি সবাইকে ফিরে পেয়েছি। আমার মা, আমার দাদুভাই, আমার আপনজন কালো—সবাই তো ফিরে এসেছে। কিন্তু মা, শুধু একজন তো ফিরে এলো না?

কল্পনা। আপনার ছেলের কথা বলছেন?

জগৎ। হ্যাঁ। সে তো জানে না যে, তার জন্যে আমার এই অন্তরটা কতখানি কাঁদে। রাতের পর রাত ঘুমুতে পারিনি। শুধু সবসময়ই তার মুখখানা মনে পড়ে। কিন্তু কোথায় সে? নাঃ, আর আমি পারছি না—পারছি না।

[দুই চোখে জল গড়াইল]

কল্পনা। আপনি অত চিন্তা করবেন না বাবা। দেখবেন আপনার সেই ছেলে একদিন না একদিন ঠিক এখানে ফিরে আসবেই।

জগৎ। ওই আশাতেই তো বাঁচতে বড় ইচ্ছা হয় মা। একদিন

যেমন এই রায়-নিবাসে হাসি-আনন্দের স্রোত বইতো, ঠিক তেমনি করে আবার সব হবে। কিন্তু হয়তো আমাকে তা আর দেখতে হবে না।

কল্পনা। কেন বাবা ?

জগৎ। শরীরের অবস্থা দিনের পর দিন যা হচ্ছে! তার ওপর মনটাও খুব খারাপ। আমার দাদুভাই কোথায় মা ?

কল্পনা। সে ঘুমোচ্ছে। তাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি।

জগৎ। ওঃ, আমার দাদুভাইকে যেই দেখবে, তাকেই বলতে হবে হ্যাঁ—একটা ছেলে বটে। তুই দেখিস মা, ও একদিন মানুষের মত মানুষ হবে। আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

কল্পনা। সে আপনার আশীর্বাদ বাবা।

জগৎ। তোর কাছে আমার অনুরোধ, যদি কোনদিন আমার সন্দীপ এ বাড়িতে আসে, সেদিন যেন তুই বা আমার দাদুভাই ওকে খুনী বলে তাড়িয়ে দিস না মা। অবশ্য আমি জানি যে, তুই অন্তত কোনদিন তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করতে পারবি না।

কল্পনা। বাবা!

জগৎ। হ্যাঁ মা। এই কটা মাস আমি যে কি করে কাটিয়েছি তা একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না। মনে হতো, লোকের কাছে চিৎকার করে বলি—ওগো মানব সমাজ! আমার ছেলে আছে, বৌমা আছে, সব আছে। কিন্তু আমার এই ভুয়ো আভিজাত্যের জন্যে তাদের আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, তাড়িয়ে—

[উত্তেজিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল]

কল্পনা। বাবা! আপনি একটু শান্ত হোন। উত্তেজিত হলে শরীরের ক্ষতি হবে।

জগৎ। শান্ত যে হতে পারছি না মা। এই বুকটার মাঝে যে

দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে, তা যে আমাকে শান্ত হতে দেবে না। একটু জল খাওয়াবি মা?

কল্পনা। আপনি একটু শান্ত হয়ে থাকুন। আমি এক্ষুনি জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

জগৎ। আজ জীবনের শেষ দৃশ্যে পদার্পণ করে বারবার মনে পড়ে—কে ওখানে? সন্দীপ? তুমি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে তুমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছো? জানো না আমি জমিদার জগৎবল্লভ রায়। জীবনে কোনদিন স্বেচ্ছাচারিতাকে বরদাস্ত করিনি আর আজও করব না। এখনও দাঁড়িয়ে আছ? গেট আউট—গেট আউট। না—না—না, তুমি আমার ছেলে নও, আমার ছেলে নও।

[বারবার উন্মাদের মত চিৎকার করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় জলের গ্লাস হাতে প্রবেশ করিল কল্পনা। পশ্চাতে কালো]

কল্পনা। বাবা, কি হয়েছে? অত চিৎকার করছেন কেন? এই নিন আমি জল এনেছি, খেয়ে নিন।

জগৎ। না—না, ওদের বাড়ি থেকে না দূর করলে কিছুতেই জলস্পর্শ করব না।

কল্পনা। কাদের তাড়াবো বাবা?

জগৎ। ওই সন্দীপদের। ওই দেখ না—ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। না—না, যদি ভাল চাও, তোমরা চলে যাও। যাও বলছি—

কল্পনা। কি বলছেন বাবা? ওখানে তো কালোদা দাঁড়িয়ে আছে।

জগৎ। ওঃ—তাহলে ওরা নেই? চলে গেছে? যাক, বাঁচা গেল।

কালো। এবার জলটা খেয়ে নাও মামাবাবু।

জগৎ। এঁ্যা—জল?

কল্পনা। হ্যাঁ, জল। খেয়ে নিন বাবা।

[জলের গ্লাস দিল]

জগৎ। দে মা। [জল খাইতে গিয়া চমকাইয়া উঠিল] এ কি!

কালো। কি হলো মামাবাবু?

জগৎ। এ জলে বিষ। এতে বিষ মেশানো আছে। [উত্তেজিত হইয়া] তোমরা আমাকে ষড়যন্ত্র করে বিষ খাইয়ে মারবে?

কল্পনা। বাবা, কি বলছেন আপনি? এ জল তো আমিই নিয়ে এসেছি। কোথায় বিষ?

জগৎ। আছে—এই গ্লাসের জলে বিষের বড়ি মিশে আছে। আমি যে নিজের হাতে এ বিষ মিশিয়ে দিয়েছি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তে।

কালো। মামাবাবু!

জগৎ। সম্পত্তির ভাগ দেবো না—এই প্রতিজ্ঞা ছিল আমার। তাই হরিবল্লভ রায়কে এই বিষ মেশানো জল খাইয়েছিলাম। আর খাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। সকাল হতে সবাই জানলো, সাপের কামড়ে মারা গেছে। কেউ জানতেও পারলো না যে, আসল কালপ্রিট কে! এ কি, এ জলেও যে বিষ মেশানো, এ তো সেই ট্যাবলেট। না—না, এ আমি খাব না, কিছুতেই না।

[গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

কল্পনা। বাবা, এ আপনি কি করছেন?

কালো। মামাবাবু!

জগৎ। ওই দেখ না হরিবল্লভ এগিয়ে আসছে। [চমকাইয়া] ও কি! ওর হাতে আমার সিন্দুকের চাবি কেন? তবে কি ও আমার

সব কাগজপত্র দেখে সম্পত্তির ভাগ নিতে চায় ? না—না, কিছুতেই দেবো না। এ কি, নমিতা ? তুমি আবার এত রাত্রে রান্নাঘরে এলে কেন ? যাও শুয়ে পড়গে। কি বললে ? আমাদের খাইয়ে তবে শুতে যাবে ? না-না, চলে যাও। আমি আর হরিবল্লভ আজ দুজনে একসঙ্গেই খাব। আজ আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমরাই নিয়ে খাব। হরিবল্লভ ! আয়, চেয়ারটায় বোস। আমি খাবার সাজিয়েই রেখেছি। টেবিলে তোর খাবার, আর এটাতে আমার খাবার আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। রাত অনেক হলো। কি হলো হরিবল্লভ ? চেয়ার থেকে পড়ে গেলি কেন ? কি বলছিস, জ্বলে গেল ? জল দেবো ?

কল্পনা। বাবা !

কালো। মামাবাবু !

জগৎ। এর মধ্যে জল ? কেন, সম্পত্তির ভাগ নিবি না ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাসিতে লাগিল]

কল্পনা। কালোদা ! এ কি হলো ?

জগৎ। কিছু না। এবার নে সম্পত্তি। আর কেউ এ বাড়ি, ওই জমি, ওই পুকুরের ভাগ নেবে না। এখন থেকে এ শুধু আমার একার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ক্রমাগত হাসিতে হাসিতে পড়িয়া গেল। কল্পনা ও কালো ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে]

কল্পনা। বাবা—বাবা ! এ কি, কোন কথা বলছেন না কেন ? বাবা—বাবা—

[বারবার ডাকিতে লাগিল]

কালো। মামাবাবু, মামাবাবু !

[প্রবেশ করিল ডাঃ সনৎ মুখার্জী, পশ্চাতে ঔষধের শিশি-
হাতে প্রদীপ]

সনৎ। আপনারা একটু কাইগুলি সরে যান, আমি প্রেসারটা চেক করে যেতে ভুলে গিসলাম, ওটা একবার দেখব।

কল্পনা। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] দেখুন ডাক্তারবাবু, বাবাকে ভাল করে দেখুন। এই কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠে পাগলের মত কথা বলতে বলতে হঠাৎ পড়ে যান। তারপর আমরা বিছানায় শুইয়ে দিই। কিন্তু বাবা আর কথা বলছেন না কেন?

সনৎ। দেখি—

[তড়িৎ গতিতে গিয়া জগৎবল্লভবাবুর হাত লইয়া দেখিতে লাগিল]

প্রদীপ। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সনৎ। [রুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে] আই এ্যাম রিয়েলি সরি মিঃ রায়। হি ইজ ডেড! আমি চলি। [প্রস্থান।

প্রদীপ। এ্যাঁ—ডেড। মানে বাবা নেই!

[হাত হইতে ঔষধের শিশি পড়িয়া গেল ও পাথরের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কল্পনা দ্রুত যাইয়া জগৎবল্লভবাবুর বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল]

কল্পনা। আমাদের ফেলে কোথায় গেলেন বাবা? বাবা—বাবা—

কালো। [জগৎবল্লভবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া] মামাবাবু! এবার আমি কার কাছে থাকব? কে আমাকে তোমার মত ভালবাসবে মামাবাবু? কথা বল—শুধু একবার কথা বল। শুধু একবার, শুধু—

[বারবার বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল। সেই করুণ মুহূর্তে ধীরে ধীরে পর্দা নামিয়া আসিল।]

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

জগৎবল্লভবাবুর সেই ড্রইংরুম।

[পর্দা সরিবার পর দূর হইতে শোনা গেল শানাইয়ের আওয়াজ ও শঙ্খধ্বনি। ঘরের মাঝে টেবিলের উপর সন্দীপের ছবি, ব্যস্তভাবে কল্পনার প্রবেশ। মাথার চুল কাঁচা-পাকা, শরীর কিছুটা রুগ্ন। সে ধীরে ধীরে ছবিটির কাছে গেল]

কল্পনা। আজ আমাদের খোকনের বিয়ে। তোমার সব আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। স্বর্গ থেকে তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমাদের খোকন সুখী হয়। আমাদের মত বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সারাজীবন যেন কাটাতে না হয়।

[প্রবেশ করে জয়দীপ। বয়স তেইশ বছর। পরনে পায়জামা]

জয়দীপ। মা, তুমি এখানে কি করছ? তোমাকে আমি সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম।

কল্পনা। কেন, কি হয়েছে?

জয়দীপ। কি আবার হবে। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি বুঝি?

কল্পনা। কি হয়েছে বলবি তো।

জয়দীপ। জ্ঞান হবার পর একদিনও বাপীকে দেখতে পেলাম না। ছোট থেকে তাই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এই অবস্থায় তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা? আচ্ছা মা, বাপী কতদিন হলো মারা গেছেন?

কল্পনা। তা ঠিক জানি না বাবা।

জয়দীপ। কেন মা, বাবা বুঝি না বলে আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ?

কল্পনা। তা তো নয় !

জয়দীপ। তবে বলতে পারবে না কেন ?

কল্পনা। সেকথা শুনে তোর দরকার নেই।

জয়দীপ। তুমি শুধু সব সময় ওই কথা বলো মা। আমার মনে হয়, বাবার কথা তুমি আমার কাছে গোপন রাখতে চাও।

কল্পনা। তা নয় বাবা জয়।

জয়দীপ। তবে ? সত্যি, বাবার কথা জানতে আমার- বড় ইচ্ছে হয়। বলো না মা।

কল্পনা। তবে শোন। কোন এক মিথ্যে ষড়যন্ত্রে পড়ে তোর বাবা খুনী সাব্যস্ত হয়। আর তারই জন্যে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

জয়দীপ। তাহলে তখন আমি—

কল্পনা। মাত্র এক বছরের।

জয়দীপ। সে তো বাইশ বছর পার হয়ে গেল। বাবা কি এখনও জেল থেকে খালাস পায়নি ?

কল্পনা। হয়তো পেয়েছিল। কিন্তু আর এখানে ফিরে আসেনি। তোর কাকাবাবু বহুদিন তার খোঁজ করেছে; কিন্তু কোথাও তার সন্ধান করতে পারেনি। তাই সবার ধারণা, নিশ্চয় সে মারা গেছে।

জয়দীপ। সত্যি আমার বড় দুঃখ হয় মা। আমি একদিনও আমার বাপীর ভালবাসা পেলাম না। তোমার কাছে যখন বাপীর কথা শুনি—

তখন এই মনটা বড় কাঁদে। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আমার জীবনের গতিটা অন্যদিকে বইতো।

কল্পনা। কি করবো বাবা! সবই এই অদৃষ্টের পরিহাস। তা না হলে জীবনে কোনদিন কি ভেবেছিলাম যে, আমাকে বিধবা হতে হবে! জীবনের পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে হলে মনটা বড় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

[বৃদ্ধ কালোর প্রবেশ]

কালো। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছো খোকাবাবু? বাড়িতে অনেক কাজ তোমার জন্যে পড়ে রয়েছে। তুমি শীগগির বাড়ির ভেতরে যাও। বামুনঠাকুর খুব রাগ করছে।

কল্পনা। সত্যি খোকন, তুমি আর এখানে গল্প করো না। যাও, যা-কিছু করণীয় কাজ আছে, সেগুলো করে নাওগে।

জয়দীপ। যাচ্ছি মা। যাবার আগে বাপীকে একটা প্রণাম করে যাই। [মাথা নত করিয়া ফটোকে প্রণাম করিল] বাপী, আজ জানি না তুমি কোথায়! তুমি শুধু আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমার মত সব আঘাত হাসিমুখে সহ্য করি। তুমি বাড়িতে চলো মা।

কল্পনা। যাবো বাবা। আগে তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাব।

জয়দীপ। আচ্ছা ঠিক আছে।

[প্রস্থান।

কালো। একি বৌদিমণি! আজ আনন্দের দিনেও তোমার চোখে জল!

কল্পনা। আমি সবই বুঝি কালোদা। কিন্তু এই পোড়া চোখের জল যে কিছুতেই কোন বাধা মানে না। সত্যিই তো আজ আনন্দের দিন। কিন্তু একজন সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছিল শুধু তার

খোকন মানুষ হবে—বড় হবে, এই আশায়। সে আজ কোথায় কালোদা, সে আজ কোথায়!

[কাঁদিয়া উঠিল]

কালো। সে তো আমিও জানি বৌদিমণি। মানুষ যা চায়, সব সময় কি সে তা পায়! আজ আর দুঃখ করে কি হবে বলতে পারো? যে যাবার সে তো চলে গেছে। আজ তোমাকে শক্ত হতে হবে। তা না হলে ওই বাচ্ছা ছেলেটা যে আরও ব্যথা পাবে বৌদিমণি।

কল্পনা। না, না কালোদা! জীবনের দুর্বিষহ এই বোঝা আর আমি বইতে পারছি না। সবাই আমাকে ফেলে চলে গেল, আর আমি সারাজীবন যক্ষের মত সমস্ত ধন-দৌলত আগলে পড়ে থাকব? না—না, আমি আর পারছি না—পারছি না কালোদা।

[কান্নায় চোখে আঁচল চাপা দিল]

কালো। তুমি এত ভেঙে পড়ছ বৌদিমণি? কিন্তু কই, আমি তো ভেঙে পড়িনি।

কল্পনা। কালোদা—

কালো। যাকে ছোট থেকে কোলে করে মানুষ করলাম—সে চলে গেল, মামাবাবুও চোখের সামনে মারা গেল। তবুও তো আমি ভেঙে পড়িনি। আমার চোখের জল শুকিয়ে মরুভূমির সৃষ্টি হয়ে গেছে। বোধহয় চাকর বলেই আমি—

কল্পনা। না—না কালোদা, কে বললে তুমি চাকর? তুমি আমার দাদা। এই রায়বাড়ির একান্ত আপনজন। তোমার কাছ থেকে জীবনে যে ভালবাসা পেয়েছি তা আমি কোনদিনই ভুলব না, কোনদিন না।

কালো। কি জানি, ভালবাসা কাকে বলে তা আমি ঠিক জানি না। তবে তোমরা যদি আমার কাছ থেকে কোনদিন কোনকিছু উপকার পেয়ে

থাক, সে আমার সৌভাগ্য। পৃথিবীতে আমি যে কোনদিন কারও কাজে লাগব—এ আমি কোনদিনও ভাবিনি।

কল্পনা। ছিঃ ছিঃ! ওকথা বলো না কালোদা। তুমি না আমার দাদা? তবে তোমার মন এত সঙ্কীর্ণ কেন? যাক ওসব কথা। চলো, বাড়িতে খোকনকে সাজাতে হবে না! আজ ওর বাবা বেঁচে থাকলে সে-ই নিজের হাতে তার খোকনকে সাজাতো। কিন্তু সে যখন বেঁচে নেই তখন তার কাজ তো আমাদেরই করতে হবে।

কালো। দাদাবাবু আজ বেঁচে নেই বলে তার ছেলেকে সাজানো হবে না! না—না, চলো বৌদিমণি, আমাদের খোকাবাবুকে ঠিক দাদাবাবুর সাজে সাজাতে হবে। দাদাবাবু! তুমি তোমার খোকনকে শুধু একবার আশীর্বাদ করো, শুধু একবার—

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

কল্পনা। হে ভগবান! তুমি আমার মত ভাগ্য নিয়ে আর যেন কাউকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়ো না দয়াময়। কত আশা—কত স্বপ্ন, সব ধুলোয় মিশে গেল। আমাকে এবার মুক্তি দাও ভগবান, আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল কল্পনা। মঞ্চ বেশ কয়েক মিনিট ফাঁকা থাকিবার পর ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিল সন্দীপ। একমুখ দাড়ি, ছিন্ন বস্ত্র, যেন অর্ধ-উন্মাদ। তাহার হাতে এক টুকরো ছেঁড়া কলাপাতা। তাহা জিভ দিয়া চাটিতে লাগিল]

সন্দীপ। উঃ, কত করে কুকুরের সাথে কামড়া-কামড়ি করে এই পাতাটা পেয়েছি। কতদিন পেটভরে খাইনি। আঃ, বড় সুন্দর! কি মিষ্টি!

[ধীরে ধীরে চারিদিকে তাকাইয়া পায়চারি করিতে লাগিল]

মানুষ গুহার অন্ধকার থেকে পৃথিবীর সমতল ভূমিতে এসে এই চার দেওয়ালের মাঝেই শুরু করেছিল তাদের [illegible] জীবন। কত আশা—কত স্বপ্ন নিয়ে পেতেছিল তাদের সংসার। একদিন অবিচারের ঝড় এসে ভেঙে খান খান করে দিল তাদের সাধের খেলাঘর। তবুও কিন্তু তারা থেমে গেল না। এগিয়ে চলল, যেমন করে আমি এগিয়ে চলেছি। [দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করে] আচ্ছা তুমিই বলো তো বন্ধু, যেদিন তোমাকে এই পৃথিবীর বুকে এনেছিলাম, সেদিন তুমি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে তুমি যে-কোন আঘাত থেকে বাঁচিয়ে আমার নিরাপত্তা রক্ষা করবে। কিন্তু কোথায় তোমার সে প্রতিশ্রুতি? এই চার দেওয়ালের মাঝ থেকেই আমার সবকিছু চুরি গেছে। কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ নিয়ে যায়নি। কে নিয়ে যাবে?

[ধীরে ধীরে পুনরায় পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর একখানি ছবি তুলিয়া লইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল]

একি! কে তুমি? বল, কে তুমি? আমি আজ নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তুমি—বলো, কেন আজ আমি খুনী? আমি যাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করেছি, যাদের জন্যে আমি চার দেওয়ালের বন্ধনকে উপেক্ষা করে পথে নেমেছিলাম, তারা না আমায় ফেলে চলে গেছে! এই পৃথিবীটা বড় স্বার্থপর। একি! তুমি চলে যাচ্ছ কেন বন্ধু? না—না, তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না, [ছবিটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া] যেতে দেবো না—কিছুতেই না—কিছুতেই না—কিছুতেই না।

[বারবার চিৎকার করিতে লাগিল। চিৎকার শুনিয়া প্রবেশ করিল জয়দীপ]

জয়দীপ। এই, কে তুই?

সন্দীপ। আমি—আমি, মানে—

জয়দীপ। হ্যাঁ, তুই। কি মতলবে এঘরে ঢুকেছিস?

সন্দীপ। না, কোন খারাপ মতলবে নয়।

জয়দীপ। তবে এই ঘরের মধ্যে—

সন্দীপ। মানে—[কলাপাতা তুলিয়া ধরিয়া] এই পাতাটা আমি কুকুরের মুখ থেকে কেড়ে—

জয়দীপ। তাহলে খেতে চাস?

সন্দীপ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, চাই। নইলে কি এই ছেঁড়া পাতা নিয়ে—

জয়দীপ। তবে ঘরের ভেতর কেন? বাইরে যা।

সন্দীপ। বাইরে—

জয়দীপ। বাইরে নয় তো কি এই চার দেওয়ালের মাঝে বসিয়ে খাতির করে খাওয়াতে হবে?

সন্দীপ। চার দেওয়াল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই চার দেওয়ালের মাঝ থেকেই যে আমার সব হারিয়ে—

জয়দীপ। এই, কোন কথা না বলে এখুনি—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা, নইলে—

সন্দীপ। যাবো? কিন্তু আমি যে কিছুতেই এগোতে পারছি না।

জয়দীপ। মানে? এখানে নির্বিবাদে এই ঘরের মধ্যে বেমালুম ঢুকে পড়তে পারলি, আর এখান থেকে যেতে কষ্ট হচ্ছে, না?

সন্দীপ। বিশ্বাস কর—সত্যিই আমি এগোতে পারছি না। প্লিজ, তুমি আমাকে এগিয়ে যেতে একটু সাহায্য কর।

জয়দীপ। কেন ?

সন্দীপ। দেখছ না—কী ভীষণ ঘুটঘুটে অন্ধকার! প্রিন্স ইয়ংম্যান, তুমি আমাকে এই অন্ধকার থেকে আলোর আশীর্বাদে একটু পৌঁছে দাও। প্রিন্স—

জয়দীপ। এটা পাগলামো করার জায়গা নয়। পথে গিয়ে যত খুশী পাগলামো করগে যা—কেউ বারন করবে না। ওঃ—তখনই যদি ড্রইংরুমের দরজাটা বন্ধ করে যেতাম তাহলে আর এ বিপদ হতো না।

সন্দীপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পাগল বৈকি! তা নাহলে জীবনের এই বন্ধুর পথে ধনদৌলত টাকা-পয়সা সবকিছু বর্জন করে সে কি চলতে চায়?

জয়দীপ। এই পাগলা। কি-সব বলছিস?

সন্দীপ। বিশ্বাস কর, সে পাগল হতে চায়নি। কিন্তু পৃথিবীর এই বিষাক্ত হাওয়া, রুগ্ন পরিবেশ তার সুস্থ সবল মস্তিষ্ক না—অসুস্থ করে দিল। আজ সে তাই পাগল। [বুকে চাপিয়া রাখা ছবি তুলিয়া ধরিয়া] ওগো বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানব! তুমিই বলো তো, আজ সে পাগল হলো কেন?

জয়দীপ। একি! এরই মধ্যে ছবিটা লুকিয়ে ফেলেছিস হারামজাদা?

[তাড়াতাড়ি ছবিটা কাড়িয়া লইল]

সন্দীপ। না—না, ওটা—

জয়দীপ। চুপ! ভাগ্যে এসে পড়েছি। তা না হলে আরও অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে পালাবার সুযোগ পেতিস।

সন্দীপ। না—না, আমি চুরি করতে—

জয়দীপ। চুপ হারামজাদা! চুরি করতে আসিসনি যদি, এ ছবিটা নিয়েছিলি কেন?

সন্দীপ। আমি—আমি—

জয়দীপ। বজ্জাত! তোকে আমি এখুনি পুলিশের হাতে দেবো।

[সহসা ভীতভাবে জয়দীপের পা চাপিয়া ধরিল সন্দীপ]

সন্দীপ। না—না, আমাকে পুলিশে দিও না। ওরা আমাকে না—ভীষণ মেরেছে।

জয়দীপ। মারুক, তাতে আমার কি! এখন তুই পা ছাড় বলছি, ছাড় পা—

[পা ছাড়াইতে চেষ্টা করিল]

সন্দীপ। না, কিছুতেই পা ছাড়বো না। আগে বল—তুমি আমাকে পুলিশে দেবে না!

জয়দীপ। তবে রে—

[সজোরে লাথি মারিল, সন্দীপ পড়িয়া গেল। তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল]

সন্দীপ। বাবু! লাথি মেরেছ, আরও মার। তবু আমাকে পুলিশে দিও না। আমি যে পুলিশের মার সইতে পারি না বাবু—

জয়দীপ। বেশ। যদি পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে চাস, তবে বল তোর দলে আর কে কে আছে?

সন্দীপ। আজ আর আমার দলে কেউ নেই বাবু। [কাঁদিতে কাঁদিতে] একদিন আমার দলে—আমার বাবা ছিল, মা ছিল, ভাই ছিল, স্ত্রী পুত্র সবই ছিল। কিন্তু আজ? কেউ নেই, আজ আমি শুধু একা—একা—

[দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল]

জয়দীপ। ও—ভাল কথায় কাজ হবে না দেখছি। [সন্দীপের চুলের

মুঠি ধরিয়া বারবার চড় মারিতে মারিতে] বল—বল, তোর দলে কে কে আছে বল! তা না হলে এর চেয়েও বড় শাস্তি পাবি।

সন্দীপ। [কাঁদিতে কাঁদিতে] কেউ নেই গো বাবু, কেউ নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আজ এইদিকেই প্রথম এসেছি। বাড়িটা দেখে কেমন মায়া হলো। তারপর শুনলাম আজ নাকি এই বাড়িতে কার বিয়ে আছে। তাই দুটো খাবার আশায় আমি ঢুকে পড়লাম।

জয়দীপ। আর ঢুকেই শুরু করলি চুরি!

সন্দীপ। বিশ্বাস করুন বাবু, আমি চুরি করিনি। শুধু এই ছবিটা ওই টেবিলের ওপর বসে খুব হাসছিল কিনা, তাই ছবিটা নিয়েছি। আমি চোর নই বাবু। চুরি করার জন্যে এ বাড়িতে আসিনি। এসেছি শুধু দুটো খাবার আশায়।

জয়দীপ। হ্যাঁ, তোর বাবা যে এখানে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রেখে কিনা, তাই তোকে খাবার দেবার জন্যে রান্না করা আছে।

সন্দীপ। জানো বাবু! সত্যি আমার বাবার না—অনেক টাকা আছে।

জয়দীপ। [উপহাসের সুরে] হ্যাঁ, তা তো তোকে দেখলেই বোঝা যায়। যাক, বাজে কথা বলে তো কোন লাভ নেই। তুই তাহলে তোর দলের কারো নাম বলবি না?

সন্দীপ। বিশ্বাস কর বাবু, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। আজ যদি আমার দলে একজনও থাকতো তাহলে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম না। আমি—

জয়দীপ। রাষ্ট্রপতি হয়ে যেতে।

সন্দীপ। বাবু, ওই রাষ্ট্রের কথা আর বলো না। যে রাষ্ট্রে মানুষ মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, যে রাষ্ট্রে মানবতার চেয়ে টাকার দাম

অনেক বেশী, যে রাষ্ট্রে ক্ষুধিতের সঙ্গে খাদ্যের লুকোচুরি চলে, সে রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র নয় বাবু, সে যে মানুষ মারার যন্ত্র।

জয়দীপ। নাঃ, পুলিশে দেওয়া ছাড়া আর দেখছি কোন উপায় নেই।

[প্রবেশ করে কল্পনা]

কল্পনা। এখানে কি হয়েছে খোকন?

সন্দীপ। [সবিস্ময়ে] খোকন!

জয়দীপ। দেখ না মা, এই লোকটা আমাদের টেবিল থেকে এই ছবিটা চুরি করেছে। কত মারলাম, কিছুতেই দলের লোকের নাম বললে না।

কল্পনা। [ছবিটি লইয়া] এ কি! এ যে তোমার বাবার ছবি। আপনার বাড়ি কোথায়? কি নাম? আপনার কপালটা যে কেটে গেছে!

সন্দীপ। যাক—সব যাক, শুধু আমিই থাকবো—আমিই থাকবো। জানো, আমারও না—স্ত্রী ছিল, ছেলে ছিল। আজ যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে আমার ছেলে না—অনেক বড় হয়েছে।

কল্পনা। আপনার স্ত্রী? আপনার ছেলে? কি নাম আপনার?

সন্দীপ। আমার নামে আর কি হবে? পৃথিবীতে আজ আর আমার নামের কোন মূল্য নেই। ছিল সেদিন, যেদিন আমার জীবনে ছিল সুর—ছন্দ—গান।

কল্পনা। বলুন আপনার নাম।

সন্দীপ। আমার নাম তো অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। আজ শুধু আমার একটাই নাম—খুনী। আর এই বাবু অবশ্য আর-একটা নাম দিয়েছে—চোর। এই দুটোর মধ্যে যে-কোন একটা আমার নাম হবে।

কল্পনা। [স্বগত] খুনী? সেই মুখ—সেই কণ্ঠস্বর, তবে কি সে—না-না, তা কি করে হবে? [প্রকাশ্যে] আপনাকে নাম বলতেই হবে।

সন্দীপ। আমার নাম সন্দীপ রা—

[কল্পনা ও জয়দীপ চমকাইয়া উঠিল। কল্পনা ছুটিয়া গিয়া সন্দীপকে জড়াইয়া ধরিল]

কল্পনা। একি, তুমি? আমাকে চিনতে পারছো না বুঝি? আমি তোমার সেই কল্পনা।

সন্দীপ। [বিস্ময়ে] তুমি—তুমি—তুমি আমার কল্পনা? জীবনের তাহলে শুধু বিয়োগই নেই, যোগও আছে?

কল্পনা। খোকন! ইনি তোমার বাবা। বাবাকে প্রণাম করো খোকন।

সন্দীপ। খোকন? আমার ছেলে? আয়—আয় বাবা, আমার বুকের কাছে আয়।

[জয়দীপ সন্দীপকে প্রণাম করিল। সন্দীপ জয়দীপকে বুকে জড়াইয়া ধরিল]

জয়দীপ। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন বাবা। আপনাকে চিনতে না পেরে যে আঘাত আমি দিয়েছি—

সন্দীপ। আমি কি তোকে ক্ষমা না করে থাকতে পারি খোকন? তুই যে আমার জীবনভরা স্বপ্ন। তোমার এ বেশ কেন কল্পনা? তোমাদের সুসভ্য সমাজে কি সন্দীপ রায় মরে গেছে?

কল্পনা। ঠাকুরপো অনেক করেও যখন তোমার কোন সন্ধান পেলে না, তখন সবাই বললে তুমি নেই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। আমি জানতাম অমর প্রেমের মৃত্যু কোনদিন হয় না।

সন্দীপ। জেলে ভালভাবে থাকার জন্যে নির্দিষ্ট দিনের দু' বছর আগেই

আমার মুক্তি হয়েছিল। তারপর এই চারটে বছর তোমাদের আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোন সংবাদ পাইনি। আজ এই বাড়িতে কার বিয়ে কল্পনা?

কল্পনা। আজ আমার খোকনের বিয়ে।

সন্দীপ। কি বললে! আমার খোকনের বিয়ে?

জয়দীপ। হ্যাঁ বাবা, তোমার খোকন আজ সংসারী হয়ে—

সন্দীপ। আজ যাকে আমাদের গৃহলক্ষ্মী করে ঘরে আনতে যাচ্ছো, জীবনে তোমার যত দুর্দিনই আসুক না কেন, কোনদিন তার মনে ব্যথা দিও না বাবা। সব সময় তাকে সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করো।

জয়দীপ। সে আপনার আশীর্বাদ।

সন্দীপ। এ বিয়েতে তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে যেন একটা কাণাকড়িও গ্রহণ করো না। যারা মেয়ের বাপকে পথে বসিয়ে নিজেদের পথ বাঁধাবার স্বপ্ন দেখে, তাদের আমি ঘৃণা করি।

কল্পনা। আমারও সেই কথা। তাই ওদের জানিয়ে দিয়েছি যে, একটা পয়সা আমি নেবো না। আমি যাচ্ছি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব করতে নয়।

সন্দীপ। নিশ্চয়। এই সমাজে এক জাতের মানুষ আছে, যারা মেয়ের বাপের টাকায় বাড়ি তৈরি করে পান চিবোতে চিবোতে সেই বাড়িতে বসেই বলে, বৌমার বাবাকে আমার আত্মীয় বলে স্বীকার করতে লজ্জা হয়, আমি তাদের দলে নই।

জয়দীপ। তোমার কথাই ঠিক বাবা। এই পণপ্রথাই একটা দুষ্ট ব্যাধি।

সন্দীপ। তবে এটাই বলছি না যে, আমার ছেলে পণপ্রথা ত্যাগ করলেই সমাজে পণপ্রথা উঠে যাবে। তবুও আমার ছেলের মত যেদিন

সবাই ওই পথ ধরে অগ্রসর হবে, সেদিন সমাজের রংটা বদলে যাবে। আর একটা কথা তোমাদের মত তরুণদের মনে রাখা উচিত, অসবর্ণ বিবাহে জাতি দুর্বল হয় না, বরং সবল হয়।

কল্পনা। তুমি বাড়ির ভেতর চলো। আজ তোমার ছেলের বিয়ে, তুমি এই নোংরা কাপড়-জামাগুলো ছেড়ে ফেলবে চলো।

সন্দীপ। হ্যাঁ, যাচ্ছি। আজ শুধু আমার পোশাকটাই নোংরা নয় কল্পনা, তোমাদের সমাজ আমার এই পোশাকটার চেয়েও নোংরা। ভাষা নেই, সংস্কৃতি নেই, নেই একটু শান্তি। শুধু বিধান আর বিধান। কে মানবে সমাজের এই বিধান? যে সমাজ বেকারদের চাকরি দিতে পারে না, যে সমাজে ঘৃণ্য পণপ্রথার জন্যে গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, যে সমাজে অন্ন সমস্যা—সেই সমাজের বিধান কেউ মানবে না।

জয়দীপ। বাড়ির ভেতরে চলুন বাবা।

সন্দীপ। হ্যাঁ, যাবো বৈকি খোকন, যাবো বৈকি। অনেক খুঁজে খুঁজে তবে আমার হারানো ধন ফিরে পেয়েছি, আজ আমি বাড়িতেই তো থাকবো।

[প্রবেশ করে কালো]

কালো। এটা কে বৌদিমণি?

কল্পনা। তোমার দাদাবাবু।

কালো। [বিস্ময়ে] দাদাবাবু!

সন্দীপ। তুইও আমাকে চিনতে পারলি না কালোদা? তা শুধু তোকেই বা দোষ দিই কেন? আমিও তো তোকে চিনতে পারিনি।

কালো। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এই রায় নিবাস যেন আজ

আলোয় ভরে গেল। ওরে বাজা, তোরা আরও জোরে বাজা আনন্দের সানাই।

সন্দীপ। কল্পনা! তুমিও তোমার এ বেশ ত্যাগ করগে যাও। কে বললে তুমি বিধবা? তোমার স্বামী এত সহজে মরবে না।

জয়দীপ। বাবা!

কালো। দাদাবাবু!

সন্দীপ। হ্যাঁ খোকন, তুই আমাদের এই বহিরঙ্গ চুনকাম করা অন্তরঙ্গ সমাজের মুখে তুলে ধর তোর প্রশ্নের কশাঘাত। জিজ্ঞাসা কর এই সমাজকে, কেন তোর জন্মলগ্ন থেকেই তুই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত? কেন তোর মায়ের মত শত শত নারীর সিঁথিতে আজ "বিবর্ণ সিঁদুর"?

[সন্দীপ বারবার বলিতে লাগিল। জয়দীপ ও কালো অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কল্পনার মুখে হাসি, চোখে জল। দূর হইতে ভাসিয়া আসিল সানাইয়ের সুমধুর ধ্বনি]